শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 May, 2021 ■ আগরতলা, ৩ মে, ২০২১ ইং ■ ১৯ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলায় আবার তৃণমূল

কলকাতা, ২ মে।। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই গেরুয়া দাপট শুরু হয়েছিল রাজ্যে। কিন্তু নীলবাড়ির লড়াইয়ে শেষমেশ বিরোধী দল হিসেবেই যাত্রা শেষ হল বিজেপি-র। খুঁটি মজবুত করতে ভোটের আগে বার বার রাজ্যে ছুটে এসেছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ থেকে গেরুয়া শিবিরের বড়-ছোট সব নেতাই। কিন্তু একা হাতে তাঁদের আটকে দিতে সফল হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুঝিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে বাংলার রাজনৈতিক নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে তাঁর জুড়ি নেই।

সর্বশেষ ফলাফলে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ২৯২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ২১৪টি, বিজেপি পেয়েছে ৭৬টি আসন, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট একটি আসনও পায়নি। অন্যান্য দল পেয়েছে দুটি আসন।

দেশের অন্য রাজ্যে গেরুয়া ঢেউ তুললেও, বাংলা বরাবরই বিজেপি-র নাগালের বাইরে থেকেছে। তবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস ভোট কার্যত মুঠোবন্দি করার পরেই বাংলা দখলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেন মোদী-শাহ। বাংলায় 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর স্বপ্ন ফেরি করতে শুরু করেন তাঁরা। বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলতে চেষ্টায় কোনও কসুর করেননি তাঁরা। কিন্তু তার পরেও ২০০-র বেশি আসনের 'স্বপ্ন' অধরাই রইল তাদের। যদিও ২০১৬-র ৩ থেকে এক ধাপে ৭০-এর বেশি আসন বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে তারা, তবে বাংলা দখলের লক্ষ্য এ বারেও অপূর্ণই থাকল।

রবিবার ভোটের ফলাফল সামনে আসার পর বাবুল সুপ্রিয়র মতো নেতারা তাই প্রকাশ্যেই বাংলার মানুষকে 'কটাক্ষ' করেছেন। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পরাজয়ের জন্য বিজেপি নিজেই দায়ী। নির্বাচনে জিতে, ক্ষমতাসীন সরকার 'ফেলে দিয়ে' এত দিন একের পর এক রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে এসেছে বিজেপি। সেই ভরপুর 'আত্মবিশ্বাস' এবং 'ঔদ্ধত্য'ই তাঁদের ভরাডুবির সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন যখন তুঙ্গে, পর পর কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়ার খবর সামনে আসছে, সেই সময় বাংলায় এসে কৃষকদের 'নগদ টাকা'র ভরসা দিতে দেখা গিয়েছে মোদী-শাহকে। কিন্তু বাংলার কৃষকদের মন ভেজাতে পারেননি তাঁরা।

রাজনৈতিক মহলের একটি অংশ আবার মনে করছে, করোনা সঙ্কটে যখন ধুঁকছে গোটা দেশ, তখন বিপদের তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে সভা করে গিয়েছেন। রান্নার গ্যাসের দামে যখন 'হাত পুড়ছে' মধ্যবিত্তের, সেই সময় 'উজ্জ্বলা যোজনা'র সাফল্য ব্যাখ্যা করতে দেখা গিয়েছে মোদী-শাহকে। কিন্তু তাতে মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষকে ভোলাতে পারেননি তাঁরা। বরং 'স্বাস্থ্যসাথী' 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যেতে পেরেছেন মমতা। 'বহিরাগত' বনাম 'ঘরের মেয়ে'র দৌড়েও মমতা লড়াইয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

মমতার এই জয়ে মোদী-শাহের বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেও মনে করছেন অনেকে। তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরাজিত মমতা পুনর্গণনার দাবি

নন্দীগ্রাম, ২ মে (হি.স.)।। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসন থেকে জিতে গেলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামে ১৬২২ ভোটে জয়ী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। হেরে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল না বিজেপি, কার হাতে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের ভার? পাশাপাশি কে জিতবেন 'হাইভোল্টেজ' নন্দীগ্রামের যুদ্ধে? ওই আসনে যুযুধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে কে এগিয়ে, কে-ই বা পিছিয়ে জানতে রবিবার সকাল থেকেই মুখিয়ে ছিল আম জনতা। শুরুতে এগিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম-কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) ।। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে মুছে গেল কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রয়াত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রোহন মিত্র 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "কংগ্রেসে দায়িত্বে থাকার অধিকার নেই আমাদের"। একই অবস্থা বামেদেরও। খাতাই খুলতে পারেনি বামেরা।

এদিকে, ভোটের ফলাফলের জন্য রবিবার প্রায় সারা দিনই নির্জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুদুচেরীতে এনডিএ বিজেপি মিত্রজোটের প্রত্যাবর্তন অসমে

গুয়াহাটি, ২ মে (হি.স.)।। অসামে বিজেপির বিজয়রথ থামল না। ১২৬ আসনের অসম বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ৫৯টি আসন। তাছাড়া, কংগ্রেস পেয়েছে ৩০টি, এআইইউডিএফ পেয়েছে ১৬টি, এগপ ৯টি এবং অন্যান্য ১২টি আসন পেয়েছে।

এদিকে, প্রত্যাশিতভাবেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থ মন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল ৩৬৫৭৩ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী রাজীব লোচন পেগু-কে এবং ড় শর্মা ১ লক্ষের-ও বেশি ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী রমেন চন্দ্র বরঠাকুরকে পরাজিত করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল রাজ্যব্যাপী নির্বাচনী দায়িত্ব সামলানো এবং করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যস্ত ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে শুধু একদিন যেতে পেরেছিলেন। তবুও, গত বছরের তুলনায় ভোটে জয়ের ব্যবধান এবছর আরও বেড়েছে তাঁর।

বিজেপি ঝড়ে অসমে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা কার্যত ধুলিস্যাত হয়ে গেছে। তাঁর আরও প্রমাণিত হয়েছে বিজেপি প্রার্থীদের বিরাট ব্যবধানে জয়ে। অসম বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস পাতাচারকুচি বিধানসভা আসনে ৪১,৪৪৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তেমনি অসমে মন্ত্রী তথা বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী ১৯,৯০০ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, ডা. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তরঙ্গ গগৈ নাহারকাটিয়া বিধানসভা আসনে ১৫,০৫৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তেমনি, বিজেপি প্রার্থী নুমাল মুমিন বোকাজান বিধানসভা আসনে ১৭,৭৪৯ এবং বৈঠালাংসো (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে রূপসিং তেরন ৩০ হাজারের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

এদিকে, লখিমপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী মানব ডেকা এবং টিংখঙ আসনে বিমল বোরা ২৫০০ এবং ২৮০০০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় চিনিয়ে নিয়েছেন। পালসবারী বিধানসভা আসনে হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া ৩৯৯১২ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেছেন।

তবে, কংগ্রেসের কিছু প্রার্থীও বিরাট ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। সামাগুরি বিধানসভা আসনে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হোসেইন ২৫,৬৪৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

অন্যদিকে, পুদুচেরিতে এনডিএ জোট ক্ষমতায় এসেছে। এআইএনআরসি পেয়েছে ১০টি আসন, ডিএমকে পেয়েছে ৬টি আসন, আইএনসি ২টি, অন্যান্যরা পেয়েছে ১২টি আসনে। পুদুচেরি বিধানসভার মোট আসন ৩০টি।

কেরালায় ফের এলডিএফ তামিলনাড়ুতে ডিএমকে

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.)।। কেরালায় ফের এলডিএফ এবং তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ক্ষমতায় এসেছে। কেরলে ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে শাসক শিবিরের। সেখানে সিপিএমের নেতৃত্বধীন এলডিএফ জোট ফেব. জিতছে। কেরলের ১৪০টি আসনের মধ্যে সিপিআইএম ৬২টি, কংগ্রেস ২১টি, সিপিআই ১৭টি, আইইউএমএল ১৫টি এবং অন্যান্য ২৫টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে,

তামিলনাড়ুতে ২৩৪টি আসনের মধ্যে ডিএমকে পেয়েছে ১৩১টি আসন, এআইএডিএমকে পেয়েছে ৬৬টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছে ১৯টি আসন, সিপিআইএম ২টি আসন এবং অন্যান্যরা পেয়েছে ১৬টি আসন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট গণনার পর প্রতিক্রিয়া

বাংলার জনগণের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দেবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

আমি বাংলার মানুষের রায়কে সম্মান জানাই ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দিদির পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

বাংলার জনতার আদেশকে হৃদয় থেকে সম্মান জানায় বিজেপি ঃ জগৎ প্রকাশ নাড্ডা

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকপদ থেকে ডঃ শৈলেশ কুমার যাদবকেঅব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ডঃ শৈলেশ কুমার যাদবকে। রবিবার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব মুখ্যসচিবের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি দিয়ে জানান তাঁকে যেন জেলা শাসকের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কারণ হিসেবে জেলা শাসক শৈলেশ কুমার যাদব উল্লেখ করেছেন সম্প্রতি আগরতলায় মানিক্য কৌর্ট এবং দোলাপ বাগান বিয়ের অনুষ্ঠানে করোনা নাইট কারফিউ অমান্য করার ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানে তিনি আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন। সেই মোতাবেক তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। তাই তদন্তে যাতে কোন প্রভাব না পড়ে সেজন্য তিনি এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারফিউ চলাকালে একডজন গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। নাইট কারফিউ চলাকালে রাজধানী আগরতলা শহরের অভয়নগর এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত গভীর রাতে অভয়নগর এলাকায় রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করে একাংশের দুর্বৃত্ত। বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে আসেন। গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা পূর্ব থানার পুলিশকে জানান স্থানীয়রা।খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত কাউকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে হারানোর কিছু ছিল না ঃ বিজেপি ত্রিপুরা

আগরতলা, ২ মে (হি. স.)।। নির্বাচনে হারানোর কিছু ছিল না। সামগ্রিকভাবে বিজেপি দারুন ফলাফল করেছে। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, জাতীয় স্বার্থে এবং মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে জয় প্রয়োজন ছিল। তবে, মাত্র তিনটি আসন থেকে এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ বিজেপির জন্য বিরাট প্রাপ্তি।

তাঁর কথায়, সত্যিকার অর্থে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে হারানোর কিছু ছিল না। সে দিক বিচারে যথেষ্ট ভালো ফলাফল করেছে বিজেপি। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তিনটি আসন থেকে এখন প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠা বিরাট প্রাপ্তি ঠিকই। তবে, জাতীয় স্বার্থে ক্ষমতা দখল করা প্রয়োজন ছিল। তাঁর দাবি, মৌলবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে, বিজেপি-র সরকার গঠন খুবই দরকার ছিল।

এদিন তিনি বলেন, সর্বত্রই শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যেই বিজেপি শক্তি প্রদর্শন করেছে। অসম-এ প্রত্যাবর্তন হয়েছে এবং পুদুচেরী-তে বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠন করতে চলেছে। তাই তিনি সকল-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ফলাফল বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের রায়, হেরেও খুশি ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস

আগরতলা, ২ মে (হি. স.)।। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল বিজেপি-র বিরুদ্ধে অনাস্থার পরিনাম। সেদিক দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের মন ছুতে পেরেছে, কিন্ত বামেরা ব্যর্থ হয়েছে। আজ অকপটে এ-কথা স্বীকার করেছেন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট-র আহবায়ক বিজন ধর। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে পরাজয় এবং কেরালায় বামেদের প্রত্যাবর্তনে প্রমাণিত হয়েছে এই রায় জনগণ বিজেপির বিরুদ্ধে দিয়েছেন। তেমনি, আজকের পাঁচ রাজ্যের ফলাফলে গণতন্ত্র ও সংবিধানের জয় হয়েছে বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস।

এদিন তিনি বলেন, নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই-এ বামপন্থীদের মানুষ দেখতে চায়নি। তবুও, সংবিধান বাঁচানোর জন্য বামেদের লড়াই জারি থাকবে। তিনি কেরালায় বামেদের প্রত্যাবর্তনে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সামগ্রিকভাবে বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দাবি, নানা কায়দায় বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে চেয়েছিল। কিন্ত, তারা সফল হননি। তবে, বামেদের ফলাফল নিয়ে আগামী দিনে পর্যালোচনা নিশ্চই হবে। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি-র বিরুদ্ধে মানুষের রায় তৃণমূল নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৪৭, শুধু পশ্চিম জেলায় ১৫০, মৃত ১, সক্রিয় ১৪০৮ জন

আগরতলা, ২ মে (হি. স.)।। করোনা-র সংক্রমণ এক লাফে দুই শতক পার করে বেড়ে দাড়িয়েছে ২৪৭। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণেই অধিক মাত্রায় করোনা আক্রান্তের খোজ পাওয়া গিয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হল, করোনা আক্রান্ত হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, ৬২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। আরও চিন্তার বিষয় হল, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৫০ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ১৪০৮ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১২৫১ এবং রেপিড এন্টিজেন-র মাধ্যমে ৪০৬৭ জন মোট ৫৩১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৭০ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ১৭৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ২৪৭ জন নতুন করোনা সংক্রমিত-র খোজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবর-ও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৬২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৪০৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৫৫৮৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৩৭২৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৪.৯৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৪.৯১ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার কমে হয়েছে ১.১১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে খবর, ক্রমাগত পশ্চিম জেলায় সংক্রমণ-এ শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ দেড় শতক-র ঘরে পৌছে গেছে। নতুন করে পশ্চিম জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৫০ জন, দক্ষিন জেলায় ১৪ জন, গোমতি জেলায় ১৫ জন, ধলাই জেলায় ৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১০ জন, উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সব পুর ও নগর এলাকায় নাইট কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি

আগরতলা, ২ মে (হি. স.)।। করোনা-র মারাত্মক বৃদ্ধি কপালে চিন্তার ভাজ ফেলেছে। বিশেষ করে পশ্চিম জেলায় সংক্রমণের মাত্র অধিক হওয়ায় আগামী মঙ্গলবার থেকে নৈশকালীন কারফিউ-র মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পুর নিগম ও সমস্ত পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কারফিউ বলবৎ থাকবে। এ-বিষয়ে আগামীকাল বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলে আজ রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন সমস্ত সরকারি কার্যালয় সকাল ১০টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৯৮ ▫ ৩ মে ২০২১ ইং ▫ ১৯ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জরুরি

দেশের পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। রবিবার ৫ টি রাজ্যের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। গণদেবতা যাহাদেরকে আশীর্বাদ করিয়াছেন তাহা নাই মসনদে বসিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটাই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বৃহৎ উৎসব।গণতান্ত্রিক রায়ে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং প্রতিটি নাগরিক মাথা পাতিয়া নেন। এখন নির্বাচনে মাতামাতি ছাড়িয়া দেশকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সময় উপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশবাসী সেটাই প্রত্যাশা করিতেছেন।

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ এখনও ঊর্ধগামী। দেশজুড়ে বাড়িয়া চলিয়াছে সংক্রামিতের সংখ্যা। বেলাগাম মৃত্যুমিছিল তৈরি করিতেছে শোকের আবহ। দেশ এখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সাক্ষী। রীতিমতো টলোমলো। কিন্তু হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ভারতের মতো একটা সুবিশাল দেশ। ভয়ের কাছে নতজানু হইলেই বিপদ মাথায় চাপিয়া বসিবে। মাটিতে মিশাইয়া দিতে চাইবে সবাইকে। অতএব আমাদের উঠিয়াা দাঁড়াইতে হইবে। মাথা তুলিতে ড়ইবে বীরের মতোই। পাথেয় করিতে হইবে প্রথম দফার ঢেউ সামলানোর শিক্ষাকে। শিক্ষা নিতে হইবে প্রথম দফার শেষবেলার ব্যর্থতা থেকেও। তরী প্রায় তীরে আনিয়াও কেন ডুবাইয়া ফেলিবার মতো মর্মন্তুদ পরিস্থিতি হইল আমাদের। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়, এই নজিরবিহীন বিপর্যয়ের কারণ অনেক। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্যদুর্বল জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা, সঙ্কীর্ণ রাজনীতি এবং জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের মধ্যে অশিক্ষা ও চেতনার অভাব। বৎসরাধিক কাল সময় পাইলেও সরকার জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোটাকে সময়োপযোগী করিয়া তোলেনি। পৃথিবীর বৃহত্তম ভ্যাকসিন উৎপাদক দেশ হইয়াও সব নাগরিকের দ্রুত টিকাকরণের দিকটি নিশ্চিত করিতে পারেনি। সব মিলাইয় আজ সারা দেশ আতঙ্কে কাটাইতেছে। যথেষ্ট উদ্বিগ্ন দেশের সরকারও। তাহার মধ্যেও এমাসের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিমহল আশার কথাই শুনাইয়াছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) বলিয়াছিল, ২০২১ ক্যালেন্ডার বর্ষে ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি হইতে চলিতেছে সাড়ে ১২ শতাংশ। তাহার ক'দিন আগে বিশ্ব ব্যাঙ্কও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ি তাহাদের পুরনো অবস্থান পাল্টাইয়াছিল। পূর্বানুমান ৪ পয়েন্ট বাড়াইয়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক সর্বশেষ বলিয়াছে, বৃদ্ধির হার এবছর সাড়ে ১০ শতাংশ হইবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আইএমএফের বার্ষিক ওয়ার্ল ইকনমিক আউটলুক রিপোর্টের পূর্বাভাসে বলা হইয়াছে, এবছর ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার চীনের থেকেও বেশি হইবে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী চীনের বৃদ্ধির হার হইবে ৮.৬ শতাংশ। সেখানে ১২.৫ শতাংশ হইবে ভারতের বৃদ্ধির হার। মনে রাখিতে হইবে, আইএমএফের হিসেব অনুসারে, গতবছর ভারতে জিডিপির রেকর্ড সঙ্কোচন হইয়াছিল। সঙ্কোচনের হার ছিল ৮ শতাংশ। চার সপ্তাহ আগে আইএমএফের মুখ্য অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথের বক্তব্য ছিল, আন্তর্জাতিক মহলের আশঙ্কার সবটা সত্যি হইবে না। পৃথিবী অনেক দ্রুত সারিয়া উঠেয়াছে। এবার আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (এডিবি) পূর্বাভাসে। এডিবির বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ভারতের অর্থনীতি কয়েক মাসের ভিতরেই স্বাভাবিক গতি নেবে। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার হইবে অন্তত ১১ শতাংশ। এই আশার কথা শোনানো হইয়াছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০২১-এ।

আশার কথা সবসময়ই আশাপ্রদ। সারিয়া উঠিবার আশা অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেটাই সব নয়। এতে খুব বেশি আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নাই। মনে রাখিতে হইবে, উপর্যুক্ত তিন আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্বানুমান কিছু শর্তনির্ভর। তাহার মধ্যে প্রধান শর্তটা হইল, ভয়ানক করোনা পরিস্থিতি থেকে দেশকে দ্রুত বাহির করিয়া আনিতে হইবে। লকডাউনের অভিশাপ যাহাতে নামিয়ে আনা আসে সেটা নিশ্চিত করিতে হইবে। ভারতের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক বৈষম্য মারাত্মক। সেটা দূর করিতে হইবে। তাহার জন্য দরকার দু'টো জিনিস। সবার জন্য চিকিৎসা এবং টিকাকরণ। কিন্তু অক্সিজেন এবং জীবনদায়ী ওষুধের সঙ্কট থেকে বেডের হাহাকারের ছবিটা মহান ভারতের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাই প্রকট করিয়া দিয়াছে। টিকাকরণের সাড়ে তিনমাসের ছবিটাও যার-পর-নাই চরম হতাশার। যে-কোনও জনগোষ্ঠীর প্রধান সম্পদ তার যুবশ্রেণি। ১৮-৪৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণের কার্যক্রম শুরু করার আগেই ধরা ধরা পড়িয়াছে তাহার অপটুতার নানা দিক। এখনও সময় আছে, সরকারকে আন্তরিকভাবে সকলের টিকাকরণের দিকটি নিশ্চিত করিতেই হইবে। গয়ং গচ্ছ ভাব আর বরদাস্ত করা নয়। এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি করিতে হইবে যাহাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। দেখিতে হইবে, পয়সার অভাবে কিংবা অজ্ঞতার কারণে একজনও যেন বাদ না পড়েন। এই চোদ্দো মাসের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের করিয়া তুলিবার অঙ্গীকার নিক। প্রয়োজনে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের বরাদ্দ কাটছাঁট করিয়া এই খাতে লগ্নি বৃদ্ধি করুক সরকার। দীর্ঘমেয়াদে গোটা জাতিই এর সুফল ভোগ করিবে। সারা পৃথিবীর কাছে উজ্জ্বল হইবে ভারতের মুখ। একজন সৎ ভারতীয় নাগরিকের গোটা জীবন এরই প্রতীক্ষায় কাটিয়া যায়। কেন্দ্রীদ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি হাতে হাত ধরিয়া কাজ করিলে এবং দেশের জনগণ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত মানিয়ে চলবে করোনাা ভাইরাস সংক্রমকে প্রতিহত করা খুব বেশি কঠিন হইবে না। কেননা ইতিপূর্বেও দেশবাসী নানা বিপর্যয়কে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করিয়াছেন। এবারের যুদ্ধ ভারতবাসী নিশ্চিত ভাবেই হইবেন, সেটাই প্রত্যাশা।

টাকা দিয়ে দু-চারটে গাধা কেনা যায়, বাঙালিকে নয়", বিস্ফোরক নচিকেতা

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : "আজ বাঙালির জয়ের দিন। বাঙালির আত্মশ্লাঘার দিন। বাঙালি জিতিয়া প্রমাণ করিল, বাঙালিই শ্রেষ্ঠ জাতি।" রবিবার এই ভাষাতেই নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলেন শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। দেশের শীর্ষ আসনে বসেও বাংলার মসনদ অধরাই থেকে গেল বিজেপির। রবিবার নচিকেতা বলেন, "শুনেছি দিল্লির নেতারা বাংলায় যাতায়াতের জন্যই ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন। গোটা ভোটপর্বের জন্য খরচ শুনেছিলাম প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা! এই টাকা দিয়ে বাঙালিকে কেনা যায় না। দু'চারটে গাধা কেনা যায় হয়তো। কারণ, শয়তান তো চিরকাল শয়তানই থাকে। ও সব গুনতিতে আসবে না।" তিনি এদিন নিজের উদ্বেগের কথাও বলেন। দাবি করেন, অনেকেই বলেছিল এবার না কি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বাঙালি দেখাল, তাঁরা বিক্রি হন না। স্রেফ আবেগ আর জেদ জিতিয়ে দিল বাঙালিকে। একটা মহিলা শুধুমাত্র সুখে-দুঃখে পাশে থাকার কথা বলেছিলেন। বাঙালি সেই প্রস্তাবটাই বেছে নিল। ২০০৪ সালে লেখা "তুমি আসবে বলে" নচিকেতার বিখ্যাত গানের কথা টেনেই এদিন বললেন, "সত্যিই বাংলাটা এখনও গুজরাত হয়ে যায়নি"। স্বয়ং নচিকেতাও একবার ভেবে নিয়েছিলেন, দেশ কব্জা করা দলটি এবার বাংলার সংস্কৃতি নিয়েও "ছেলেখেলা" শুরু করবে। কিন্তু রাজ্যে তৃণমূলের জয়জয়কারের পাশাপাশি নন্দীগ্রামেও জয় পেয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ফলাফলে উদ্বেগ কেটে গিয়েছে শিল্পীর।

"জনগণই আমাদের শক্তি": সাধন পাণ্ডে

কলকাতা,২ মে(হি স): একুশের নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি বহু দিন ধরেই চলছিল রাজ্য জুড়ে। এরই মাঝে করোনা আবহে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়। অবশেষে রবিবার প্রকাশিত হয় বিধানসভা নির্বাচনের ফল। পরিসংখ্যান বলছে এগিয়ে তৃণমূল। আর তারপরেই "জনগণই আমাদের শক্তি" এমনটাই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা সাধন পাণ্ডে। তৃণমূলের জয় প্রসঙ্গে সাধন পাণ্ডে আরও বলেন, "মানুষের হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। জনগণই আমাদের শক্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শক্তি। জেতার পর আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়ল। ফুলের মালা পরতে গেলে কাঁটা সহ্য করতে হবে। গত ১০ বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি"।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য আইনস্টাইনকে নোবেল নয়

জনরঞ্জন গোস্বামী

পদার্থবিদ্যার নোবেল প্রাইজটি আপনাকে দেওয়া হল ,বাকি কথা চিঠিতে হবে'। এই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামটি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বার্লিনের বাড়িতে এসে পৌঁছয়। সেদিন ১০ নভেম্বর ১৯২২ সাল। টেলিগ্রামটির প্রেরক অধ্যাপক ক্রিস্টেফার অউরিভিলিয়াস যিনি রয়াল বুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সের সসম্পাদক। আইনস্টাইনের উদ্দেশে তাঁর লেখা চিঠিও দিনই তাঁর বাড়িতে পৌঁছয়। কিন্তু টেলিগ্রাম বা চিঠি কোনওটাই সেদিন পড়ে দেখার সুযোগ আইনস্টাইনের হয়নি। কারণ আইনস্টাইন তকন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের নববিবাহিত সস্ত্রী এলসসসাকে নিয়ে জাপানের পথে। টোকিওর এক প্রকাশকের আমন্ত্রণে তিনি চেরী ফুলে সাজানো দেশ, ,জাপানে বলেছেন। যাত্রার পূর্বে বন্ধু, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী-ম্যাক্স ফন লাউয়ে তাঁকে সবদলের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস দুটো ইউরোপ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।। কারণ তাঁর ধারণা এসময়ে আইনস্টাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেতে পারেন। আইনস্টাইন বন্ধুর পরামর্শে জাপান যাত্রার সিসদ্ধান্ত পাল্টালেন না। এদিকে তাঁর যা পরিকল্পনা তাতে তিনি ১৯২৩ সালের মার্চের আগে বার্লিনে ফিরবেন না।

গত তিন বছর তাঁর জীবনের উপর দিয়ে নানারকম ঝড় বয়ে গেছে। দীর্ঘদিন স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে এবং নানা অশান্তির পর ১৯১৯ তাদের মধ্যে আইনানুগ ডিভোর্স প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় যার একটি শর্ত ছিল আইনস্টাইন যেদিন নোবেল পুরস্কার পাবেন, সেদিন পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থমূল্য বিঢোর্স পাওয়া স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। ১৯০৫ সালে যুগান্তকারী আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিতে কারও কারও আপত্তি থাকলেও আইনস্টাইন ও তাঁর স্ত্রীর স্থির বিশ্বাস ছিল ১৯০৫ সালে ২৬ বছর বয়সী আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে নোবেল পুরস্কার দিতেই হবে। বস্তুত ১৯২৩ সালে পুরস্কারের ২৩০০০ ডলার যখন আইনস্টাইনের হাতে এলো তখন তার সবটাই তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯২০ সালে তাঁর অসুস্থ মা তাঁর কাছে এসে মৃত্যুশয্যায় শুলেন। চোখের সামনে দেখছেন মা মৃত্যুযন্ত্রণা পাচ্ছেন এবং এবছরই তিনি দেহত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালে গ্রহণের সময়ের পরীক্ষার ফল দেখে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা যখন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে পরীক্ষালব্ধ সত্য বলে প্রতিষ্ঠা ছিলেন ঠিক তখনই জার্মানিকে তাঁর তত্ত্বের উপর নানা অযৌক্তিক আক্রমণ শুরু হল। সবচেয়ে যন্ত্রণার ছিল এই আক্রামণের নেতৃত্বে ছিলেন নোবেল জয়ী লেনার্ড গ্রেহার্কের মতো শিক্ষিত মানুষরা। জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষের বিষ তাঁর প্রতিও ছড়ানো হচ্ছিল। ১৯২২ সালে জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ইহুদি পরিবারের মানু আইনস্টাইনের বন্ধু রাথেনাউকে নাৎসীরা প্রকাশ্যে হত্যা করে। চারদিকে হিংা বিদ্বেষ, মিথ্যাচারিতা এবং শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছে ও সাহ তলে যাওয়ার জার্মানিতে আইনস্টাইনের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল এইরকম দুর্বিহ পরিবেশ থেকে, সাময়িকভাবে হলেও জাপানের উদ্দেশে যাত্রা তাঁর মনে কিছুটা শসান্তি এনে দিয়েছিল জাপানে তিনি ১৭ নভেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯২২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। নোবেল পাওয়ার সুসংবাদটি তিনি জাপানে পৌঁছনোর পথে বা জাপানে পৌঁছে পেয়েছিলেন। সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

আইনস্টাইনকে লেখা উরিভিলিয়াসের চিঠিতে কী ছিল? ইতিমধ্যেই আপনাকে টেলিগ্রাম করে নিয়েছি ,গতকাল রয়্যাল একাডেমির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গতবারের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারটি জাপানকে দেওয়া হবে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় বিশেষ করে টোইলেকট্রিক এফেক্ট নিয়ে আপনার অবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার। এই পুরস্কার দেওয়ার সসঙ্গে আপনার পেক্ষিকতা তত্ত্ব ও মহার্ক সম্পর্কিত তত্ত্বে কথা বিবেচনা করা হয়নি, কারণ গুলি এখন ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সের এই ঘোষণারে তিন বছর আগে নভেম্বর ১৯১৯ সালে রয়্যাল সুসাইটি ও রয়্যাল অ্যাস্ট্রেনমিক্যাল সুসাইটির যৌথ সভায় লন্ডন থেকে ঘোণা করা হয় যে, আইনস্টাইনের পেক্ষিকতা তত্ত্ব ও মহাকযের্ষর

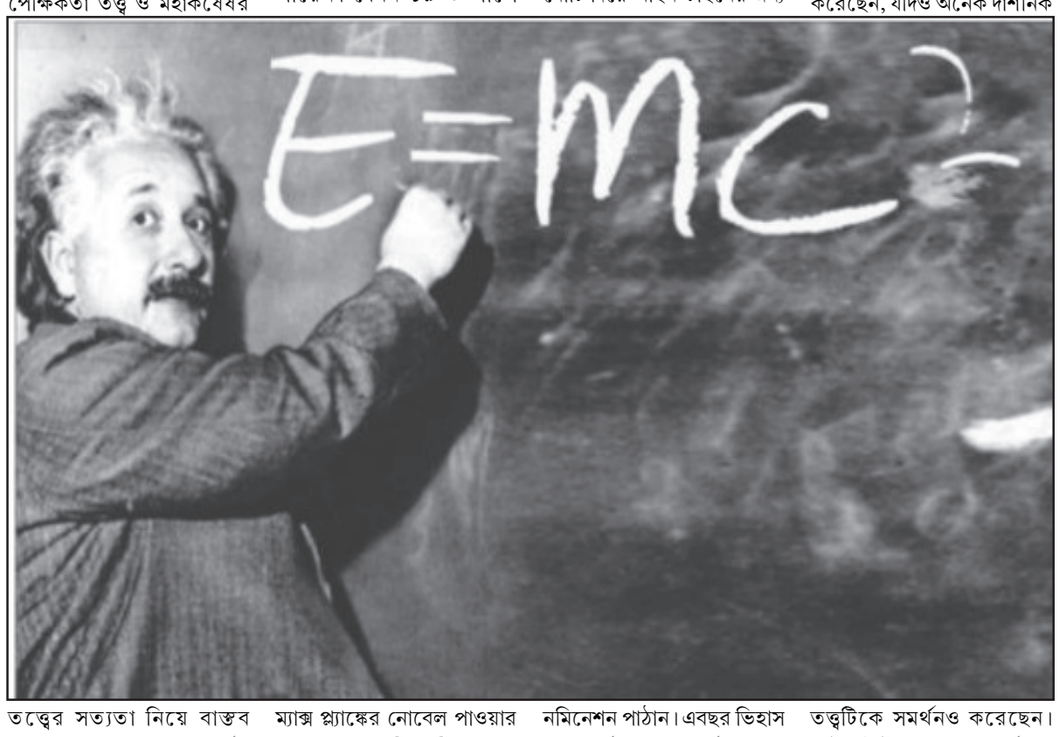

তত্ত্বের সত্যতা নিয়ে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এভিংটন ও অন্যরা মিলে ১৯১৯ সালের মে মাসের গ্রহণের সময়ে যে পরীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ করে নিছিলেন তাতেই প্রামাণ পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সঠিক। ইংলান্ডের সাস্ট্রানমার রয়্যাল পদে অধিষ্ঠিত স্যার নক ভাইসন ঘোষণা করলেন, ,অতি যত্ন প্লেটগুলো পরীক্ষা করার পর আমি একথা বলার জন্য প্রস্তুত, এই পরীক্ষা আইনস্টাইনের অনুমানকে সত্য প্রমাণ করেছে সেদিনকার সবার সভাপতি বিজ্ঞানী জে জে থমসন মন্তব্য করলেন, নিউটনের পর মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল জানা গেল মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত বড় অবদান। ডাচ পদার্থবিদ লোরেঞ্জ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করেন যে,, এই আবিষ্কারটি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। তিনি ১৯১৯ সালের গ্রহণের সময়ের পরীক্ষার ফল জানার পর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বটিকে উচ্ছ্বতি ভাষায় প্রশংা করেন। আইনস্টান সহ অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরই ধারণা ছিল, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য আইনস্টাইন নোবেল পাওয়ার যোগ্য। অথচ শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি প্রকাসের ১৭ বছর পর আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও নোবেল পুরস্কার কমিটি পরিষ্কার জানিয়ে রাখলেন পুরস্কারটির সঙ্গে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আবিষ্কারের কোনও সম্পর্ক নেই।

এই প্রসঙ্গে নোবেল পুরস্কার প্রাপক নির্বাচনের পদ্ধতিটি অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। প্রথমে কিছু অগ্রণী প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তাঁদের পছন্দের কোনও বিজ্ঞানীর কাজের মূল্যায়ন করে তার গুরুত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়ার জন্য নমিনেশন পাঠান নোবেল কমিটির কাছে এখন পদার্থ বিদ্যার পুরস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেসব নমিনেশন এসে পৌঁছলো তার সবগুলিই তুলে দেওয়া হয় পাঁচ সদস্যের এক কমিটির হাতে, যে কমিটির সদস্যরা আবর একাদেমিরও সদস্য এই কমিটি নমিনেশনগুলি পরীক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পুরস্কার প্রাপকের নাম সুপারিশ করে পাঠান কমিটি নামটি সুপারিশ করার কারণও এই সঙ্গে পাঠান। এবার এই সুপারিশ পত্রটি পরীক্ষা ও বিচার করার দায়িত্ব নেন পদার্থ বিদ্যা বিভাগের জন্য এক বিশেষ কমিটি। তারা কমিটির সুপারিশের সঙ্গে একমত হলেও পারেন বা নাও হতে পারেন তাদের মন্তব্য সহ প্রস্তাবটি তখন একাদেমিরর সবাই মিলে বিচার করেন এবং তাদের কথাই শেষ কথা পদার্থবিদ্যা কমিটির মতামত একাদেমি অগ্রাহ্য করতে পারেন। যেমন ১৯০৮ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের নোবেল পাওয়ার প্রস্তাব একাদেমি বাতিল করে দিয়েছিল।

নোবেল কমিটির রেকর্ড থেকে দেখা যায় ১৯১০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে ১৯১১ ও ১৯১৫ সাল ছাড়া প্রত্যেক বছরেই আইনস্টাইনকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার জন্য প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা নমিনেশন পাঠিয়েছিলেন। ১৯১০ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারটি আইনস্টাইনকে দেওয়ার জন্য প্রথম সুপারিশ করেন বিজ্ঞানী ভিলহেলথ অসওয়াল্ড, যিনি রসায়নে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য ১৯০৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান। উল্লেখ করা যায় যে ১৯০১ সালে কলেজ পাশ করে ২২ বছর বয়সী আইস্টাইন তাঁর কাছেই সরকারীর একটি চাকরি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আইনস্টাইনের বাবাও একজন অসওয়াল্ডকে অনুরোধ করেছিলেন । অসওয়াল্ডের সুপারিশ ছিল ১৯০৫ সালের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য। সুপারিশ পত্রে তিনি মন্তব্য করেন এই তত্ত্বের প্রভাব হবে সুদূর প্রসারী এই তত্ত্ব মানু,কে বহু হাজার বছরের লালিত ভাবনা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে, বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নয়---ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এর সঙ্গেই এই তত্ত্ব সম্পর্কিত। অসওয়াল্ড আরও বলেন,, আইনস্টাইনের অবদান কোপরনিকাস ও ডারউইনের সঙ্গেই তুলনীয়। ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে অসওয়াল্ড ছাড়াও ভিয়েন বার্নহাউ নাউনাইন ইপ্রিংকাহাইস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্যই আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার নমিনেশন দেন। ইপ্রিংকাহাই তাঁর মন্তব্যে লেখেন নোবেল কমিটি এরকম একটি বিষয় নিয়ে পুরস্কার দেওয়ার দুর্লভ সুযোগ যেন ন্ট না করে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আইনস্টাইনের 'এনার্জি মাস ইক্যুইভেলেন্স' সম্পর্কিত সূত্র গত শতকের তিরিশের দশকের আগে পরীক্ষাদ্ধি হয়নি। ১৯১৪ সালে তাঁর জন্য নমিনেশন পাঠান নাউনাইন ১৯১৬ সালে তাঁর জন্য একমাত্র নমিনেশন আসে ভিয়েনার এরেনহাফটের কাছ থেকে ১৯১৭ সালে তাঁর জন্য নমিনেশন পাঠান ওয়ারবুর্গ ডিহাস, ভাইস ১৯১৮ সালে ওয়ারবুর্গ, এরেনহাফট, ভিয়েন, সাইউসেএডগার মেয়োর নমিনেশন পাঠান ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের জন্য সুপারিশ এলো ওয়ারবুর্গ লাউয়ের ও প্লাঙ্কের কাছ থেকে। ১৯২০ সালেও তাঁর জন্য নমিনেশন এলো ১৯২১ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক একটি সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো নোটি দিয়ে আইনস্টাইনের জন্য নমিনেশন পাঠান। এবছর ভিহাস ওয়রবুর্গ, ভালেনবার্গ, জাফে, ওয়ালকট, হাভেখার্ড প্রত্যেকেই জোরালো যুক্তি দিয়ে আইনস্টাইনের জন্য নমিনেশন বা সুপারিশ পত্র লিখেছিলেন। প্রাইজ দেওয়ার কারণ হিসেবে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ছাড়াও আইনস্টাইনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান, যেমন ব্রাউনিয়ান মোশন ডিফিউশন মহাকর্ষ স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস আপেক্ষিক তাপ ফটো ইলেকট্রিক তত্ত্ব প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত নোবেল কমিটি আইনস্টাইনকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হলে যে এই পুরস্কার কোনওভাবেই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য নয়। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য পুরস্কার না দেওয়ার জন্য নোবেল কমিটির বক্তব্য কী ছিল? কমিটি মন্তব্য করে যে প্রাইজ দে

ওয়ার আগে এই তত্ত্বের সমর্থনে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ চাই কমিটির সমর্থনে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ চাই। কমিটির মতে ,১৯০৫ সালে প্রকাশিত এই তত্ত্ব অত্যন্ত সাড়া জাগালেও, ১৯১০ সালের আগে কোনও নমিনেশন আনে। কমিটির অভিমত ব্রাউনিয়ান মোকান নিয়ে তাঁর তত্ত্ব বড় কাজ বলে অনেকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কমিটির আরও অভিমত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কাজটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একাজের গুরুত্ব কোপারনিকাস বা ডারউইনের কাজের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয় নোবেল কমিটি অস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে শেষ কথা বলার এখনও অনেক সময় বাকি ১৯১৬ সালে কমিটি বলে যে এই তত্ত্বটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯১৭ সালে নোবেল কমিটি বলে নতুন একটি পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অনুমানে মিল হয়নি 'বস্তুত মাউন উইলসন মানমন্দিরে লোহিত অপারণের নির্মিত মান আইনস্টাইনের ১৯২০ সালে একটি রিপোর্ট কমিটিতে দেন, যার ভিত্তিতে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে,এই তত্ত্বের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যায় না।

১৯২২ সালের ১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানে আইনস্টাইন উপস্থিত ছিলেন না,,যদিও ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছিল আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার হবে ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট তত্ত্বে তাঁর অবদানের জন্য ১০ ডিসেম্বরের সবায় আরহেনিয়াস তাঁর বক্তৃতায় বললেন, আইনস্টাইনের গবেষণা বলতেই সবারই মনে পড়ে তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথা কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্ব জ্ঞান তত্ত্বের বিষয় এবং এটি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে দর্শনের আঙ্গিনায়। প্যারিসের বিখ্যাত দার্শনিক বাঁর্গস তত্ত্বটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যদিও অনেক দার্শনিক তত্ত্বটিকে সমর্থনও করেছেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে বাঁর্গসের পরিচয় ছিল এবং তাঁর দর্শন নিয়ে তিনি, মন্তব্য করেন 'ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন।

ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রিলোইসি নোবেল কমিটিকে এক চিঠিতে (১৯৩৩) লিখলেন, কল্পনা করুন ৫০ বছর পরে লোকেরা যখন দেখবে আইনস্টাইনের নাম নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় নেই তখন তারা কী ভাববে?

১৯২২ সসালে ম্যাক্সপ্লাঙ্ক প্রস্তাব দিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও নীলসবোরকে যথাক্রমে ১৯২১ এবং ১৯২২ সসালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক।। নোবেল কমিটি এই পরিপ্রেক্ষিতে গুলস্ট্যান্ডের কাছে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট নিয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে গুলস্ট্যান্ড তীব্রভাষায় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বিরোধিতা করেন । এদিকে আসিন ১৯০৫ সালের লাইট কোয়ান্ট নিয়ে যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ও ১৯০৭ সালের ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনে এনার্জি ফ্লাকচেয়ুশন নিয়ে তার যে সসাজ সেসবের উপর চমৎকার বিশ্লেষণ করেন এবং প্রাইজ দেওয়ার সুপারি করে নোবেল কমিটির কাছে রিপোর্ট জমা দেন। একাদেমিও এই রিপোর্টের সঙ্গে একমত হয়ে আইনস্টাইনকে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ।

আইনস্টাইনের অনুপস্থিতিতে ১০ ডিসেম্বর সুইডেনে জার্মানির রাষ্ট্রদূত নোবেল প্রাইজটি গ্রহণ করেন। নোবেল প্রাপকদের নিয়ে সেসদিন সন্ধ্যায় যে বিশেষ ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে জার্মান রাষ্ট্রদূত বললেন 'আমার দেশের মানুষের কাছে আনন্দের যে আবার আমাদের মধ্যে একজন সন্ত মানবজাতির জন্য একটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছেন সুইজারল্যান্ডেও এই পণ্ডিতকে বহুদিন থাকার ও কাজের সুযোগ দিয়েছিল এবং তারাও এই আনন্দের অংশীদার হবে।

উল্লেখ করা যায় ১৯২২ সালে আইনস্টাইন কিন্তু সুই নাগারিক হিবেে পাসপোর্ট নিয়েই জাপান যান, যদিও ১৯১৪ সসালে প্রশিয়ান একাদেমিতে জার্মান নাগরিক হিসেবেই চারকিতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২৩ সালের মার্চ আরহেনিয়াস আইনস্টাইনকে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব দেন, ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তিনি যদি জুলাইন মাসেই সুইডেনে এগুটেবার্গ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্স'-এর সভায় নোবেল প্রাপকের বক্তৃতাটি দেন বক্তৃতার বিষয় আইনস্টাইন নিজেই স্থির করতে পারেন তবে এটা নিশ্চিত শ্রোতারা তাঁর কাছ থেকে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা শুনলেই কৃতজ্ঞ গবেন। আরহেনিয়াসের এই প্রস্তাবে আইনস্টাইন রাজি হয়ে যান এবং জানিয়ে দেন যে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরি নিয়ে বলতেই তিনি বেি পছন্দ করবেন

জুলাই মাসের বক্তৃতার দিনটিতে ছিল অসহ্য গরম। আইনস্টাইন কালো রঙের বিষে পোাকে নিজেকে সজ্জিত করে গটেবার্গের জুবিলি হলে বক্তৃ

২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৫১৫ জন

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : ক্রমাগত লাফিয়ে বেড়েই চলছে আক্রান্তের সংখ্যা।নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনও সেই ট্রেন্ড অব্যাহত রইল। তবে সামান্য কমল মৃত্যু। তবে স্বস্তি দিয়ে অনেকটাই বেড়েছে সুস্থতা।গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৫১৫ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের খবর সর্বাধিক আক্রান্তের হদিশ মিলেছে উত্তর ২৪ পরগনায় (৩ হাজার ৯৪২)। সংক্রমণের নিরিখে সামান্য পিছিয়ে কলকাতা (৩ হাজার ৯৩৫)। ১ হাজার ছুঁইছুঁই সংক্রমিতের হদিশ মিলেছে হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৫১৫ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ০৮,৬৩,৩৯৩।

দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে তালিকার শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলায় একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা (২৩)। ফলে রাজ্যে করোনায় সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯২ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১,৫৩৯। তবে এদিন দৈনিক সুস্থতা বেড়েছে অনেকটা। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫,৫৮৭ জন। ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা ০৭,৩৩,৩৫৯। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৪.৯৪ শতাংশ। বর্তমানে রাজ্যের মোট অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৯৫ জন। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ৫৬,২০৮। ফলে মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ০১,০৫,৪৫,০৫৯।

শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন ধনকরের

কলকাতা,২ মে (হি. স.) :রবিবার ভোটের গণনাপর্ব শেষ হওয়ার আগেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রবিবার বিকেলে তৃণমূলনেত্রী কোথাও বিজয়োৎসব না করার আবেদন করলেও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে রবিবার দুপুর থেকে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীরা উল্লাস করতে থাকেন। ক্রমেই বাড়তে থাকে এর মাত্রা। এতে অনেকেই আশঙ্কিত। এ ছাড়াও, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি নেতাকর্মীদের ওপর ও দলীয় অফিসে আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় সন্ধ্যায় রাজ্যপাল টুইটে লেখেন, গণতন্ত্র হ"ল জনগণের মতামতকে সম্মান করা। গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও স্থান নেই। কোভিড নির্দেশিকা এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাচ্ছি। শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দফতর, পলিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশকে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান করছি।

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

দিল্লির তিন কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাকে তোপ অনিন্দ্যগোপাল মিত্রর

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভিতপুজো করেছিলেন অনিন্দ্যগোপাল মিত্র। রাজ্য বিজেপির প্রথম সদস্য ছিলেন। এখন বয়স প্রায় ৭৫। জীবনের সিংহভাগ লালন করে এসেছেন বিজেপি-কে। ভোটের ফলাফলে রবিবার হতাশ।

ক'দিন আগে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, "ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ২ তারিখে খেলা হয়ত শেষ হবে না।" অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় বিধায়ক কেনাবেচার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। রবিবার টানটান উত্তেজনা নিয়ে টিভির চ্যানেলে গণনা দেখেছেন। বললেন, "প্রথম থেকেই হতাশার ছবি। একটাই ভরসা ছিল নন্দীগ্রাম। সেটাই থেকেই সান্ত্বনা।"

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের সঙ্গে সংযোগ ১৯৫৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। '৬৩-তে ম্যাট্রিক দিয়েই বিস্তারক। প্রায় সাত বছর ছিলেন ওই দায়িত্বে। ১৯৮০-র ৬ এপ্রিল বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা হল। '৮১-তে থেকে দলের যুব মোর্চার সভাপতি। '৮২-তে রাজ্য সম্পাদক। ১৯৯০-তে বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদক। কীভাবে দলের কাঠামো বদলালো? অনিন্দ্যবাবুর কথায়, "ওই সময় সভাপতি নন, রাজ্য সম্পাদকই ছিলেন দলের সর্বেসবা। তপন শিকদার যখন সভাপতি, '৯২-'৯৩ থেকে দলে সভাপতির পদটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

ভোটের ফলাফলে এই অবস্থার জন্য কাকে দায়ী করবেন? দিল্লি থেকে আসা কেন্দ্রীয় তিন নেতার ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অনিন্দ্যবাবু। হিন্দুস্থান সমাচারকে বললেন, "ওঁরাই তো সব কিছুর মূলে। তৃণমূল থেকে আসা ১৪৮ জনকে এবার ভোটে টিকিট দিয়েছে। খুব অন্যায়। এক তারকা দলে যোগ দেওয়ার পর এক নেতার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। ওই নেতা মেয়েটিকে বিয়ে করতে চান। মেয়েটি বলে, আগে প্রার্থী হই, তারপর। মেয়েটি টিকিট পেয়েছিল। এরকম নানা জিনিস কানে এসেছে। স্বপ্নেও ভাবিনি বিজেপি এরকম হবে।"

অনিন্দ্যবাবুর মত, "সেলিব্রিটিদের নেওয়া খুব ভুল হয়েছে। ওরা সব স্বার্থের জন্য দলে এসেছে। কারও কারও ব্যাঙ্কঋণ মুকুব বা এ রকম অভিসন্ধিও আছে। এটা ওপর মহলেও জানিয়েছি।"

জয়ের উচ্ছ্বাসে বিপদের আশঙ্কা এফআইআর-এর নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : একদিকে কালীঘাট, অন্যদিকে হেস্টিংস। সব জায়গাতেই একই দৃশ্য। জয়ের ছবি যতই স্পষ্ট হচ্ছে উচ্ছ্বাস, উন্মদনা, সবুজ আবিরের খেলা ততই বাড়ছে। বাকি যে চার রাজ্যে বোট হয়েছে, সেগুলোয় জয়ী দলের উন্মাদনা তুলনায় কম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে টুইটে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন। ৫ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে এফআইআর করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

বেলা চারটে পঁয়ত্রিশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর তো তৃণমূল সমর্থকরা নেমে পড়ল বাঁধভাঙা স্রোতের মত। এর আগে পুর থেকেই নির্দেশিকার পরোয়া না করেই কলকাতা-সহ রাজ্যে দিকে দিকে বিজয় মিছিল ও বিজয় সমাবেশে মেতেছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। প্রায় একই ছবি তামিলনাড়ু, কেরল, অসম ও পুদুচেরিতেও। কোভিড নিয়ে বিধিনিষেধ মানার যেন কোনও বালাই নেই। সারাদেশে ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি। বাদ নেই এই রাজ্যও। শনিবারের দেওয়া রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুযায়ী, সারা রাজ্যে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৭ হাজারের বেশি। মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের। তারমধ্যে কলকাতাতেই সংখ্যাটা ১৯। কিন্তু রবিবার দুপুর থেকে কলকাতার ছবিটা দেখে বোঝার উপায় নেই গত একদিনে এই শহরেই ৩ হাজার ৮৮৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ছবি যত স্পষ্ট হয়, তত কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করে সমর্থকরা। করোনা পরিস্থিতিতে কলকাতা শহরে বিশেষ সতর্কতার কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। তবে রাস্তাতেই ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব করেন সমর্থকরা। শুধু কলকাতা নয়, জেলা জেলায় ছবিটা একইরকম। একইভাবে জয়ের আভাসে চেন্নাইয়ে উল্লাস শুরু করে দিয়েছে ডিএমকে-কংগ্রেস সমর্থকরা। কেরল, অসমেও বেশ কিছু জায়গায় উচ্ছ্বাসের ছবি উঠে এসেছে। আর এতেই চটেছে নির্বাচন কমিশন।এক টুইটে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র শেফালি সরন জানিয়েছেন, "বিজয় উদযাপনে খবরগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কমিশন।" শুধু তাই নয়, ৫ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে এফআইআর করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার এসএইচওদের দ্রুত সাসপেন্ডের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

"রাজ্য বিজেপি-র ভবিষ্যৎ হাতে হ্যারিকেন" তথাগত রায়

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : "এক কথায় ভয়ঙ্কর। ভয়াবহ।" ভোটের ফলাফলকে এভাবেই ব্যাখ্যা করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।

কেন এই হাল? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকের নাম করে হরেক অভিযোগ করলেন। কিন্তু পরে বললেন, "এত সব নাম ধরে লেখার দরকার নেই।" সংগঠনের অভাবের সঙ্গে প্রার্থীচয়ণে অসঙ্গতি ও পরিকল্পনার চরম অভাবকে তিনি দায়ী করলেন এই 'বিপর্যয়ের' নেপথ্যে।

সেন্ট লরেন্সের প্রাক্তনী তথাগতবাবু ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিসের পরীক্ষায় যে ফল করেছিলেন, এতকাল বাদেও তা অধরা রয়ে গেছে। রেলের বিভিন্ন উঁচু পদে কাজ করেছেন। ১৯৮৬-তে যোগ দেন আরএসএস-এ। ১৯৯০-তে বিজেপি-তে। ২০০৩ থেকে ২০০৬প্রায় চার বছর দলের রাজ্য সভাপতি ছিলেন।

রবিবার এই প্রতিবেদককে বলেন, "রাজ্যপালের দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর আমি পশ্চিমবঙ্গে দলের কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মূলত একজনের কথায় আমার মুখের ওপর দর্জা বন্ধ করে দেওয়া হল। দলের এক নেতা সম্প্রতি একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে হরিপদ ভারতী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা হরিপদ ভারতীকে সবাই শ্রদ্ধা করি। এ রকম ছোট বড় অনেক কারণ এই ফলের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে।"

পশ্চিমবঙ্গের অধোগতির ধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তথাগতবাবু বললেন, "১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছিল। সেদিন থেকে এ রাজ্যের অধোগতি আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি স্তর আছে। ১৯৬২-৬৭ ছিল মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এক মৃতপ্রায় স্থিতাবস্থা, যাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্যাগনেশন। তারপর ১৯৬৭-৭২-এর অরাজকতা ; তারপর ১৯৭২-৭৭ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে মুখেন মারিতং জগৎ, কাজে ঢুঢু। আমরা চেয়েছিলাম এই পরিস্থিতির বদল হোক। কিন্তু মানুষের কাছে দল পৌঁছোতে পারেনি।"পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভবিষ্যৎ? তথাগতবাবুর জবাব, "মোটেই ভাল নয়। বলতে পারেন হাতে হ্যারিকেন। বিজেপি-তে আসা অনেকে আবার তৃণমূলে ফিরে যাবে। অনেককে মিথ্যে মামলা দিয়ে বা নানাভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলবে।" মুকুল রায়ের ফিরে যাওয়া নিয়ে বাজারে একটা গুজব চলছে? তথাগতবাবুর জবাব, "সেটা হয়ত হবে না। কারণ, ওঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তদন্ত তো এখনও চলছে।"

মে দিবস উপলক্ষ্যে সিপিআইএম-এর কর্মসূচি পালন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনার বাড়বাড়ন্তে বেসামাল হরিয়ানা, ৩ মে থেকে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন

চণ্ডীগড়, ২ মে (হি.স.): কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সারা দেশের মতো বেসামাল অবস্থা তৈরি হয়েছে হরিয়ানাতেও। সেই সংক্রমণ শৃঙ্খল ভাঙতে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করল হরিয়ানা সরকার। ৩ মে, সোমবার থেকে হরিয়ানায় শুরু হবে লকডাউনের কড়াকড়ি। চলবে ৭ দিন। রবিবার হরিয়ানার স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ টুইট করে জানিয়েছেন, ৩ মে থেকে হরিয়ানায় লাগু থাকবে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন।

এর আগে গত শুক্রবার হরিয়ানার ৯টি জেলায় (পাঁচকুলা, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, সোনেপত, রোহতক, কারনাল, হিসার, সিরসা এবং ফতেহাবাদ) সপ্তাহান্তের লকডাউনের ঘোষণা করেছিল মনোহর লাল খাট্টার সরকার। কিন্তু, এবার ৭ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল হরিয়ানা সরকার। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাকেই লকডাউনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

কার্যত নিজেদের হার স্বীকার করে নিলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : রবিবার পশ্চিমবঙ্গে চলেছে বিধানসভার ভোট গণনা। গণনা পর্ব শুরু হতেই এদিন সকাল থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চললেও বেলা যত গড়াচ্ছে জয়ের দিকে এগোচ্ছে তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে কার্যত নিজেদের হার স্বীকার করে নিলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। মেনে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন বলে জানালেন তিনি।

রবিবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় কৈলাস বলেন, 'ট্রেন্ড দেখে মনে হচ্ছে জনতা মমতাদিকে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তবে আমাদের প্রত্যাশামতো ফল হয়নি। তবে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। গত বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের ৩টে আসন ছিল। তার থেকে অনেকটা এগিয়েছি।'

কৈলাস জানান, ফলাফল নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। ফলাফলের ব্যাপারে তাঁকে জানিয়েছেন তিনি। কৈলাস বলেন, 'অনেকের হারে আমি আশ্চর্য হয়েছি। বাবুলদা, লকেট জি, রাহুল সিনহার হারে আমি আশ্চর্য হয়েছি।'

কিন্তু কেন এমন খারাপ ফল হল বিজেপির? জবাবে কৈলাস বলেন, 'দিদির চোট লেগেছে সেই আবেগ কাজ করে থাকতে পারে। বহিরাগত ইস্যুও কাজ করে থাকতে পারে। আমরা সেটা বিশ্লেষণ করে দেখবো।'

মমতাকে জয়ের অভিনন্দন কেজরিওয়ালের, খুশি শরদ পওয়ারও

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ মে (হি.স.): তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা নিজের হাতেই রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার মুখে হাসি ফাটালেন বঙ্গবাসী। এই জয়ের জন্য মমতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মমতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারও। রবিবার টুইট করে কেজরিওয়াল লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই জয়ের জন্য অভিনন্দন। কী অসাধারণ লড়াই! পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও আমার শুভেচ্ছা।'

এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার অভিনন্দন-বার্তায় জানিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অসাধারণ জয়ের জন্য অভিনন্দন। আশা করি আমরা একসঙ্গে মানুষের কল্যাণে এবং অতিমারি নিয়ন্ত্রণে কাজ করব।' এই জয়ে ভীষণ খুশি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন। ডেরেক ও"ব্রায়েন টুইট করে লিখেছেন, 'মোদী অমিত শাহ বিজেপি সিবিআই ইডি নির্বাচন কমিশন গদি মিডিয়া বিশ্বাসঘাতক এই সবকিছু দিদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কর্মী এবং বাংলা। আমরা কোভিডের বিরুদ্ধেও জয়ী হব, কারণ আমরা জনগণের কথা ভাবি। বিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর আবেগময় দিন।'

"সোনার বাংলার কথা মানুষকে বোঝাতে পারিনি দায়িত্বশীল বিরোধী হব": মন্তব্য জয়প্রকাশের

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : দ্বিতীয়বারের পর ফের তৃতীয়বার ক্ষমতায় এল ঘাসফুল শিবির। পূর্ব ঘোষণা মতই প্রকাশিত হল একুশের ফলাফল। ফল বলছে একুশের বিধানসভা ভোটে জয়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অর্থাৎ তৃণমূল। ফল ঘোষণার পরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে "সোনার বাংলার কথা মানুষকে বোঝাতে পারিনি দায়িত্বশীল বিরোধী হব" বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, "এই নির্বাচনে যে জয় তৃণমূল পেয়েছে আমরা তা

ছোট করে দেখছি না। এই বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি মাইলফলকে পৌঁছতে পেরেছে। তা বিধানসভায় বিরোধীদলের ভূমিকা পালনের। আমাদের ইচ্ছে ছিল এখানে ক্ষমতায় আসার। কিন্তু তা সম্ভব না হলেই বিরোধীদলের যে ভূমিকা আমরা নিতে পারব।

সামনের দিনে পশ্চিমবঙ্গে একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা আমরা পালন করব। মানুষের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে। তাতে আমরা সহযোগিতা করব। আগামী দিনে করোনা যুদ্ধে আমরা সরকারের সহযোগিতা করব। রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার একযোগে সকলে একত্রে সামিল হব কাজে। আজকের এই ফলের জন্য আমরা জনসাধারণের কোন ত্রুটি দেখছি না। এই ত্রুটি আমাদের। আমরা হয়তো মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে পৌঁছতে পারিনি"।

ভারত-বাংলাদেশ গভীর সম্পর্ক আগামীতেও অটুট থাকবে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। ভারত ও বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক আগামীতেও অটুট থাকবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

রোববার রাজধানীর মিন্টু রোডে তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রাজ্যটিতে যেই দল সরকার গঠন করুক না কেন ভারত ও বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক আগামীতেও অটুট থাকবে।

ড় হাছান মাহমুদ বলেন, ভারতের গণতন্ত্রের বিজয় প্রত্যাশা করছি। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান রেখে আমাদের যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো মীমাংসিত হোক এটাই আমরা চাই।

মামুনুল হক প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মামুনুল হকের কথিত স্ত্রী মামলা করার পর তার দুষ্কর্ম দিবালোকের মতো স্পষ্ট। মামলাকারী মামুনুল হকের স্ত্রী কিনা তা জাতির সামনে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের তো বিয়েই হয়নি। কিন্তু এ বিয়েকে বৈধতা দেয়ার জন্য অনেকে ফতোয়া দিয়েছিল। এ বিয়েকে যারা বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছিল তারাও এ দুষ্কর্মের সহযোগী।

বিধিনিষেধ মেনে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু বাংলাদেশে

ঢাকা, ২ মে (হি. স.) : ফের স্বাভাবিক হচ্ছে বাংলাদেশের জনজীবন। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বিভিন্ন পরিষেবা। পাশাপাশি অন্য দেশের সাথে যোগাযোগের জন্য বিমানও চালু হয়েছে। তবে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হলেও থাকছে নানা নিয়ম। অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের আগে মানতে হবে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। করোনার বাড়বাড়ন্তে লাগাম টানতে ১৪ এপ্রিল থেকে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবার ১৬ দিন পর পুনরায় পরিষেবা চালু করা হল। তবে, প্রত্যেকটি দেশের ক্ষেত্রে রয়েছে আলাদা আলাদা নিয়ম। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশগুলিকে ভাগ করে নিয়মকানুন বলে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোনালি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানালেন অখিলেশ যাদব

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল গণনায় রবিবার দুপুর পর্যন্ত ফলাফলের ট্রেন্ডের হিসাবে ফের তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরতে চলেছেন। রবিবার দুপুর পর্যন্ত ভোটের ফলাফলের ট্রেন্ডে তৃণমূল নেত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। তিনি টুইটে লিখেছেন, 'বাংলার সচেতন নাগরিকরা বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিকে হারিয়েছেন। মানুষের সেবায় ব্রতী পরিশ্রমী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের নেতাদের শুভেচ্ছা'। 'একজন মহিলাকে বিজেপি যেভাবে 'দিদি ও দিদি' বলে কটাক্ষ করছিল, তার যোগ্য জবাব দিয়েছে বাংলার জনগণ' টুইটারে লিখলেন অখিলেশ যাদব। হ্যাশট্যাগে লিখলেন 'দিদি জিও দিদি'।

No. F. 2(20)/DDH/KHW/Tender/Sweet Orange/2021-22/160 Dated: 27/ 04/2021

NOTICE INVITING E-TENDER

The undersigned, as Deputy Director of Horticulture , Khowai District under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Tripura invites an e-Tender in Single Bid System (Technical & Financial) for determining the single rate for supply of Sweet Orange Grafts in the district from the individual nursery men having a valid licence issued by the state Govt.under under Tripura Nursery Regulation Act, 2013.. Bid may be submitted by eligible Bidders till 12.05.2021, 5:00 PM for supply of Sweet Orange Grafts.

Sl.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender Fee	Completion Period	Document Download & Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Supply of 14000 (No) of Sweet Orange budded GRAFTS as per following breakup i) SA, Teliamura 10400 Nos ii) SA, Padmabil 3,600 Nos.	Rs. 4,20,000.00 (Rupees Four lakh Twenty thousand)only.	EMD : Rs. 8,400.00 (Rupees Eight thousand four hundred) Tender fee- Rs 1000.00	15 days	12.05.2021 at 5:00 PM	13.05.2021 at 3:00 PM	https://tripuratenders.gov.in.

All the information of the above stated tender is available in https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall participate in bidding, only in online mode, through website https:/ /triptiratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically is not permitted.**

Earnest Money Deposit (EMD) and Tender Fee (TF) is to be made as online mode only through **Net Banking.**

Bid(s) shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the same shall be accessible by intending Bidder through website **https://tripuratenders.gov. in.**

ICA-C-311/2021-22

Dy. Director of Horticulture
Khowai District

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

লৌহ সমৃদ্ধ সবজি

দেহে লৌহের অভাব থেকে রক্তশূন্যতা, হৃদরোগসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

শরীরের একটি প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান লৌহ, যা আমিষ-জাতীয় খাবার ছাড়াও উদ্ভিজ্জ খাবার থেকেও পাওয়া সম্ভব।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে লৌহের চাহিদা পূরণে কার্যকর কয়েকটি সবজির নাম সম্পর্কে জানানো হল।

সয়াবিন: এক কাপ সয়াবিন ৮.৮ মি.গ্রা. লৌহ ও দৈনিক চাহিদার ৪৯ শতাংশ পূরণ করতে সাহায্য করে। এটা প্রোটিন, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফসগরাসের ভালো উৎস।

ডাল: প্রতিকাপ ডাল ৬.৬ মি.গ্রা. লৌগ সরবারহ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন ডাল খাওয়া দৈনিক লৌহের চাহিদার ৩৭ শতাংশ পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এটা প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেইটের চাহিদাও মিটায়।

শাক সবজি: সবুজ শাক সবজি যেমন- পালংশাক, কপি, মেথি ও লেটুস ২.৫ থেকে ৬ মি.গ্রা. লৌহ সরবারহ করে যা দৈনিক চাহিদার ১৪ থেকে ৩৬ শতাংশ পূরণ করে। এসব সবুজ শাক সবজি পটাশিয়াম ও সোডিয়াম সমৃদ্ধ যা শরীরের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে।

আলু: বিশেষজ্ঞদের মতে, খোসাসহ আলুতে ৩.২ মি.গ্রা. লৌহ থাকে এবং খোসাসহ আলু রান্না করা হলে তা খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি পুষ্টি মানও বাড়ায়। খোসা ছাড়াও আলু উচ্চ অঁশ, ভিটামিন সি, বি৬ ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ।

মাশরুম: এক কাপ মাশরুমে ২.৭ মি.গ্রা. লৌহ থাকে। এছাড়া, ঝিনুক ও পোর্টোবেলো মাশরুম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

জলপাই: জলপাই উচ্চ অঁশ, ভিটামিন এ এবং ই সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে লৌহ। ১০০ গ্রাম জলপাইয়ে ৩.৩ মি.গ্রা. লৌহ থাকে যা হৃদযন্ত্রের সুস্থতার জন্য উপকারী।

মালবেরি বা তুঁত ফল: এক কাপ মালবেরিতে ২.৬ মি.গ্রা লৌহ পাওয়া যায়। এছাড়াও, রয়েছে ভিটামিন সি যা শরীরের জন্য উপকারী।

বীজ: নানারকমের বীজ যেমন- মিষ্টি কুমড়া, তিল ও শন ইত্যাদি উচ্চ লৌহ, প্রোটিন ও আঁশ সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। এসকল বীজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ওমেগা-থ্রি এবং ওমেগা-সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ যা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়ক।

রেসিপি: দই বড়া

টক-ঝাল দই বড়া তৈরি করুন রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখারের রেসিপিতে। কিনে আনার চাইতে একটু সময় নিয়ে ঘরেই তৈরি করুন। বড়া তৈরির উপকরণ: আধা কাপ মাসকলাইয়ের ডাল। সামান্য আদা বাটা। ১টি কাঁচা-মরিচ কুচি ও সামান্য লবণ। তেল ভাজার জন্য।

পদ্ধতি: ডাল তিন-চার ঘণ্টা বা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পানি ঝরিয়ে ডালের সঙ্গে আদা, কাঁচা-মরিচ ও লবণ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। প্রয়োজনে সামান্য পানি দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার ৬ থেকে ৭ মিনিট বিট করে নিন বা ফেটে নিন। তাতে বড়াগুলো নরম হবে।

একটি বাটিতে পানি নিয়ে ছোট একদলা ডাল পানিতে ফেলুন। পানিতে ভাসলে বুঝবেন আর ফেটতে হবে না। এবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ডুবো তেলে মাঝারি আঁচে গোল গোল করে বাদামি করে ভেজে নিন।

একটা বাটিতে কুসুম গরম পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো লবন মিশিয়ে সেই পানিতে বড়াগুলো কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। তারপর বড়াগুলোর পানি চেপে ফেলে দিয়ে সার্ভিং ডিশে সাজিয়ে নিন।

এবার দইয়ের মিশ্রণ তৈরির পালা।

প্রয়োজন হবে: ৪ কাপ টক দই। ১ চা চামচ বিট লবণ। ১ চা-চামচ করে ভাজা জিরার গুঁড়া ও টালা শুকনা মরিচ গুঁড়া।

১ মুঠ করে পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ও কয়েকটি কাঁচা-মরিচ- সামান্য লবণ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। চিনি ও লবণ স্বাদ অনুযায়ী। তেঁতুলের সস স্বাদ অনুযায়ী। ১ চা-চামচ চাট বা চটপটি মসলা।

পদ্ধতি: উপরের সব উপকরন হালকা হাতে ফেটে নিতে হবে। ব্লেন্ড করবেন না। তাতে দইয়ের ক্রিম-ভাবটা থাকে না।

মিশ্রণটা খুব ঘন করবেন না। কারণ ফ্রিজে রাখলে আরও ঘন হয়ে যাবে। ঘন হলে সামান্য পানি দিয়ে ফেটুন।

এবার বড়ার ওপর দইয়ের মিশ্রণটা ঢেলে দিন। বড়া তিন, চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। রেফ্রিজারেইটরে রাখুন।

এরপর দই-বড়ার সঙ্গে তেঁতুলের সস ও মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।

করোনাভাইরাস: টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় ডোজ না নিলে শরীরে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নাও তৈরি হতে পারে। মডার্না ও ফাইজার'য়ের কোভিড-১৯ টিকার ডোজ দুটি, কার্যকরী হতে দুটোই নিতে হয়। তবে শঙ্কার বিষয় হল যুরাষ্ট্রে সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি)'র পরিসংখ্যান বলে, তাদের দেশের প্রায় আট শতাংশ মানুষ প্রথম ডোজ নেওয়া পর দ্বিতীয় ডোজ নিচ্ছে না। এই আট শতাংশ মানে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ। এর আগে দেশটিতে দ্বিতীয় ডোজ টিকা না নেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৩.৪ শতাংশ অর্থাৎ ক্রমেই এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে, 'টিকা নিতে না আসার পেছনে কারণ নানান ধরনের। কেউ একটি ডোজের ওপর ভরসা করে ভাগ্যের ওপর নিজের জীবনকে ছেড়ে দিয়েছেন। ফাইজার'য়ের টিকা এক ডোজের মাত্রা ৫২.৪ শতাংশ কার্যকর, আর দুই ডোজ নিলে ৯৫ শতাংশ। অপরদিকে মডার্না'র টিকা এক ডোজে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কার্যকর। আর দুই ডোজ নিলে ৯৪.৫ শতাংশ। তবে টিকা গ্রহীতার অনিহাই এখানে দায়ী নয়, সঠিক সময়ে টিকার দুষ্প্রাপ্যতাও এখানে বড় ভূমিকা রাখছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দ্বিতীয় ডোজ'য়ের গুরুত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি ওয়েক্সনার মেডিকাল সেন্টার'য়ের সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ কার্লোস মালভেসতুতো (এমপিএইচ)-এর দেওয়া তথ্য অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

টিকার দুই ডোজ যে কারণে প্রয়োজন সহজভাষায় এক ডোজের পরিবর্তে দুই ডোজ নিলে, টিকা শরীরে 'অ্যান্টিবডি'র মাত্রা বাড়ায় উল্লেখযোগ্য হারে। যত বেশি 'অ্যান্টিবডি' ততই ভালো। কারণ এটাই হল সেই প্রোটিন যা করোনাভাইরাসকে ধ্বংস করবে রোগ সৃষ্টি করার আগেই। আর একারণেই টিকাগুলোর প্রাথমিক পরীক্ষার আমলে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর যখন 'অ্যান্টিবডি'র মাত্রা বাড়তে দেখা যায় তখন ফাইজার ও মডার্না তাদের টিকাকে দুই ডোজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদ্ধতি নতুন নয়। 'হেপাটাইটিস বি' ও 'হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস'য়ের টিকাও একাধিক ডোজে দেওয়া হয় যাতে বেশি 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হয়। এখন পর্যন্ত আসা সকল টিকাই যে দুই ডোজের তা কিন্তু নয়। জনসন অ্যান্ড জনসন'য়ের টিকার ডোজ একটাই। এই প্রতিষ্ঠানও তাদের টিকার দুই ডোজ নিয়ে গবেষণা করছে।

ডা. মালভেসতুতো বলেন, "জনসন অ্যান্ড জনসন তাদের 'প্রিক্লিনিকাল ট্রায়াল'য়ে দেখেছিল এক ডোজ টিকা নিলেই শরীরে পর্যাপ্ত 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হচ্ছে।" তাহলে দুই ডোজ নেওয়াই উচিত ডা. মালভেসতুতো আরও বলেন, "ফাইজার এবং মডার্না'র টিকা দুই ডোজের। তাই দুটোই নেওয়া সর্বোচ্চ সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আবশ্যক। কেউ যদি মনে করেন আমি এক ডোজ নিয়েছি, দ্বিতীয় নেওয়ার আর প্রয়োজন নেই, তবে সেটা মস্ত বড় ভুল হবে। যেহেতু আমারা টিকা পেয়েছি, আমাদের উচিত হবে সেই টিকার সর্বোচ্চ ব্যবহার।" টিকার সল্পতা থাকতে পারে, টিকা যিনি নেবেন তার কোনো সমস্যা থাকতে পারে, এমনকি প্রথম ডোজ নেওয়ার পর যদি শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তবে সেটার ভয় থেকেও দ্বিতীয় ডোজ নিতে অনিহা আসতে পারে। তবে সবকিছুর পর যদি দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার সুযোগ থাকে তবে কখনই তা উপেক্ষা করা বা অবহেলা করা উচিত হবে না।

করোনাকালে জিমে যেতে পারছেন না? বাড়িতে থেকে ওজন কমাতে মেনে চলুন এই ম্যাজিক ডায়েট!

ওজন যে কমছে তা শরীরই জানিয়ে দেবে। তবে অপ্রস্তুত অবস্থায় হুট করে শুরু করবেন না। প্রস্তুতি নিয়ে তবে কাজে নামুন। এনার্জি পাবেন, ঘুম হবে, ফিরে আসবে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য। এক মাসে ৫—৭ কেজি ওজন কমে যাবে অনায়াসে। অনেক রকম ডায়েটের নাম তো শুনেছেন। তবে ওজন কমাতে নাকি ভালো কাজ দেয় এই ডায়েট।

এই ডায়েটের ক্ষেত্রে যিনি ডায়েট করছেন, তাঁর এক মাসের মধ্যেই অনেকটা ওজন কমে যাবে।

সঠিক ভাবে সব নিয়ম মানলেই হাতেনাতে ফল পাওয়া যাবে। ডায়েটের এই কৌশলকে বলা হয় "হোল থার্টি ডায়েট"।

ব্যস্ত শিডিউল থেকে ১০ মিনিট ব্রেক নিয়ে খেলুন কুইজ, জিতুন প্রাইজ এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: অনেক রকম ডায়েটের নাম তো শুনেছেন। তবে ওজন কমাতে নাকি ভালো কাজ দেয় এই ডায়েট। এই ডায়েটের ক্ষেত্রে যিনি ডায়েট করছেন, তাঁর এক মাসের মধ্যেই অনেকটা ওজন কমে যাবে। সঠিক ভাবে সব নিয়ম মানলেই হাতেনাতে ফল পাওয়া যাবে। ডায়েটের এই কৌশলকে বলা হয় "হোল থার্টি ডায়েট"। ওজন তো কমবেই, আর এই ওজন কমানোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে পেটের গোলমালও হবে না। এনার্জি পাবেন, ঘুম হবে, ফিরে আসবে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য। এক মাসে ৫—৭ কেজি ওজন কমে যাবে অনায়াসে।

তবে হ্যাঁ, এই ডায়েট করলে কিন্তু দাঁড়ি টানতে হবে ভুলভাল খাওয়ার অভ্যাস। নরম পানীয় বা অ্যালকোহলের বদভ্যাসে ডুব দিলেও, আপনাকে থেমে থাকতে হবে শুধুই লেবু—জলে। সবাই চিকেন---মাটন খেলেও আপনাকে স্যালাড ও ফ্যাট ছাড়া খাবারে। করোনাকালে বাড়িতে বলে মেদ বেড়ে গেলে ওজন দ্রুত ছেঁটে ফেলতে এক মাস ভরসা রাখুন হোল ফুড ডায়েটে। হোল থার্টি ডায়েট আসলে কী এই ডায়েটের পরিকল্পনাটি করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেলিসা হার্টভিগ আরবান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আপনি যদি পুরো ৩০ টি ডায়েট পরিকল্পনার মাধ্যমে ফিট থাকতে চান, তবে আপনাকে ৫ বা ১০ দিনের জন্য নয়, পুরো মাস ধরে এটি অনুসরণ করতে হবে। তবে এটি স্বাস্থ্যকর ও ওজন কমানোর জন্য খুব কার্যকর। এই ডায়েটে চোখে পড়ার মতো ওজন কমবে কোনও অসুস্থতা ছাড়াই।

এই ডায়েটে বাতিল খাবার কী কী এই ডায়েট প্ল্যানে চিনি এবং তৈরি জিনিস গ্রহণ নিষিদ্ধ।

সিগারেট, অ্যালকোহল বা কোনও ধরণের নেশায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আপনি পরিশোধিত তেল থেকে তৈরি কোনও পণ্য খেতে পারবেন না।পুরো শস্য এবং ডাল দিয়ে তৈরি খাবার থেকে আপনাকেও দূরত্ব তৈরি করতে হবে।

পরিশোধিত, জাঙ্ক ফুড, স্ট্রিট ফুড এবং প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলতে হবে। আপনি যদি এই ডায়েট প্ল্যানটিকে পুরোপুরি অনুসরণ না করেন তবে আপনার ওজন পরিমাপ করা যাবে না।

তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করুন এই ডায়েটে তেলের পরিবর্তে ঘি ব্যবহার করুন। যদিও এই ডায়েটে সমস্ত দুগ্ধজাত পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তবে কেবল ঘি খাওয়ার কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা। আপনি সবুজ শাকসবজিতে ঘি দিয়ে টেম্পারিং যুক্ত করতে পারেন।

বাড়িতে ফলের রস মুছে ফেলুন এই ডায়েটে থাকাকালীন ৩০ দিনের মধ্যে আপনি আপনার ডায়েটে ফল এবং তাদের জুস যুক্ত করতে পারেন। তবে প্যাকেজযুক্ত ফলের রস ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্যাকেটের পরিবর্তে, ফলের রস পান করা উচিত। ফল এবং ফলের রসগুলিতে একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি থাকে যা আপনার ক্ষতি করে না এবং চর্বিও বাড়ায় না। ডালের পরিবর্তে সবুজ শাকসবজি খান এই ডায়েটে কেউ অরহর, মুগ, মসুর এবং ছোলা জাতীয় ডাল খাওয়া যায় না। তবে কেউ ব্রোকলি, সবুজ মটর জাতীয় সবুজ শাকসবজি খেতে পারেন। এর বাইরে আপনি মাংস এবং মাছও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। নারকেলের দুধ খেতে পারেন এই ডায়েটটিতে প্রাণীজ দুধ নিষিদ্ধ, তবে আপনি চাইলে নারকেল দুধ খেতে পারেন। নারকেল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ধারণ করে, যা প্রোটিন তৈরিতে সহায়ক।

পুষ্টিবিদদের মতে, তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন অভ্যাস অনেকটা তৈরি হয়ে যাবে, যদিও অভ্যাস পুরোপুরি বদলাতে ৬৬ দিনের মতো লাগে, তবু তিন সপ্তাহে শরীর—মন—এনার্জি ও ওজনের উপর এত ভালো প্রভাব পড়ে, অব্যর্থ ভাবে ওজন কমতে শুরু করে যে বাকি ক'টা দিন এই ডায়েট টানা যায়।ইচ্ছে হলে ৩০ দিন, ইচ্ছে হলে ৬৬ দিন। ওজন যে কমছে তা শরীরই জানিয়ে দেবে। তবে অপ্রস্তুত অবস্থায় হুট করে শুরু করবেন না। প্রস্তুতি নিয়ে তবে কাজে নামুন। এক-দু' মাস পর থেকে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে বাতিলের তালিকা ছোট করুন। বাতিলের তালিকা বড় করার সময় থেকে শুরু করুন ব্যায়াম। ফলে খাবার যোগ হলেও ওজন বাড়বে না।

চিপচিপে চুলের সমস্যা এড়াতে

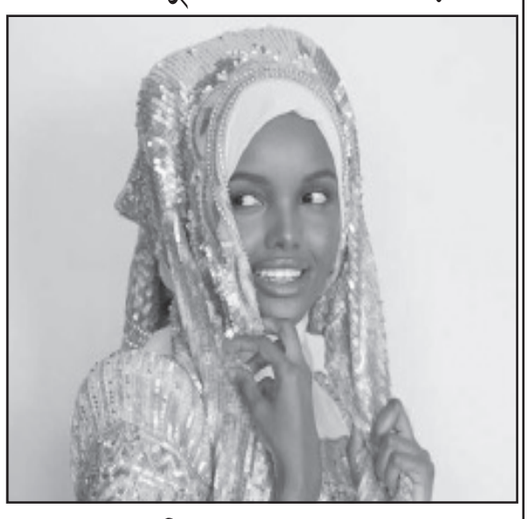

মাথা ঢেকে রেখে বা হিজাব যারা ব্যবহার করেন তাদের চুলের জন্য চাই বিশেষ যত্ন। গরমকালে এমনিতেই মাথার ত্বকে ঘাম ও তেল নিঃসরণ বেড়ে যায়। তার ওপর হিজাব পরার কারণে মাথা আরও ঘামে বেশি। ফলে দেখা দেয় নানান সমস্যা।

এর মধ্যে অন্যতম হল মাথার ত্বকের অতিরিক্ত ঘাম ও তেল নিঃসরণের কারণে চিপচিপে চুল।

সাধারণ কিছু উপায় অনুসরণ করলে এই তৈলাক্ততার সমস্যা দূর করা যায়। একদিন পর পর চুল ধোয়া: প্রতিদিন না পারলেও গরমে মাথার ত্বকে তেলের নিঃসরণ কমাতে 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু' দিয়ে একদিন পর পর চুল ধোয়া ভালো। যা অস্বাস্থ্যকর মাথার ত্বকের সমস্যা দূর করে ফাঙ্গাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভালো ফলাফল পেতে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে থাকে

ঘন ঘন তেল ব্যবহার এড়ানো: গরমের সময়ে চুলে কম তেল ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত, যারা গরম তেল মালিশ করতে পছন্দ করেন। সপ্তাহে একদিন যারা চুলে তেল ব্যবহার করতেন তারা পনের দিনে একবার তেল ব্যবহার করতে পারেন, এটা বেশ কার্যকর।

নিয়মিত তেলের পরিবর্তে টি ট্রি তেল ব্যবহার করা যায়। চুল ধোয়ার সময় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে কয়েক ফোঁটা টি ট্রি তেল মিশিয়ে নিতে পারেন। তৈলাক্ত মাথার ত্বক ও খুশকির সমস্যা এড়াতে টি ট্রি তেল খুব ভালো কাজ করে।

বেশি চুল না আঁচড়ানো: সাধারণভাবে চুল ভালো রাখতে তা আঁচড়ানো উচিত। তবে তৈলাক্ত চুলের সমস্যা আছে যাদের তাদের জন্য এটা কার্যকর নয়। যাদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত তাদের বেশি চুল আঁচড়ানো চুলকে আরও বেশি তৈলাক্ত করে দেয়।

নিয়মিত চিরুনি পরিষ্কার করা মাথার ত্বকের তেলের নিঃসরণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

রূপ বদলেছে করোনার উপসর্গ, এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে সতর্ক হোন

আরও ভয়ানক হতে চলেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। ভারতে আক্রান্তদের শরীরে মূলত তিনটি বিদেশি প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি ব্রিটেন স্টেনের। আরও ভয়ানক হতে চলেছে করোনার সেকেন্ড ওয়েভ। দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ শুরুতে আট বা নয়টি রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত ক'দিনে আরও কয়েকটি রাজ্যে বেড়েছে সংক্রমণ। ব্যস্ত শিডিউল থেকে ১০ মিনিট ব্রেক নিয়ে খেলুন কুইজ, জিতুন প্রাইজ এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: আরও ভয়ানক হতে চলেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। সংক্রমণের প্রকোপ শুরুতে আট বা নয়টি রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত ক'দিনে আরও কয়েকটি রাজ্যে বেড়েছে সংক্রমণ। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংক্রমণ হচ্ছে। আতঙ্ক বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। এর হাত থেকে বাঁচতে একমাত্র সতর্কতাকেই ভরসা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মাস্ক, স্যানিটাইজারকে সবসময়ের সঙ্গী করে নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, সহজেই তাঁদের কাবু করছে কোভিড-১৯। এ যাবৎ ভারতে আক্রান্তদের শরীরে মূলত তিনটি বিদেশি প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি ব্রিটেন স্টেনের। এ ছাড়া পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল প্রজাতি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বলছে যে এই নতুন ডাবল মিউটেন্ট বিশাল পরিমাণে বেড়ে চলেছে। যার ফলে সারা দেশে সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে। সংক্রমণের সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব স্পষ্ট। অতিমারির বিষয়ে গা ঢিলে ভাব, মাস্ক না পরা, ভিড় করায় খামতি নেই। এই মনোভাব নিয়ে চললে অতিমারির ভয়ঙ্কর আকার নিতে বেশি সময় লাগবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের। আবার, কোভিড -১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন উপসর্গ থাকতে পারে, যাঁদেরই কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলি সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। সেই লক্ষণগুলি কী কী জেনে নিন।

গলা ব্যথা-গলা ব্যথা কোভিডের নতুন উপসর্গ হিসেবে দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গলা ফোলা, চুলকানির মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ঋঞ্জঝজ্জঙ্গ-এ যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৫২এরও বেশি রোগীদের এই সমস্যা দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ আবার হালকা জ্বালা অনুভব করছেন। খাবার বা তরল পানীয় খাওয়া সময় ঢেঁক গিলতে সমস্যা হচ্ছে। কখনও কখনও আবার গলার স্বর পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

ডায়াবিটিস রোগীও কি রক্তদান করতে পারেন? জানুন...

ক্লান্তি-জ্বরজ্বর ভাব, গলা ব্যথা রয়েছে কি না, আগে খেয়াল রাখতে বলছিলেন চিকিৎসকেরা। এ বার আরও অনেক অচেনা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। যেগুলোর কিছুই গত বার ছিল না। যেমন কোভিড আক্রান্ত অনেকেই বলছেন, রোজ কাজের শেষে সন্ধ্যার দিকে একটু ক্লান্তি লাগে যা অনেকেরই হয়। বেশির ভাগেই মনে করেন কাজের চাপে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু তা-ও আসলে কোভিডের উপসর্গ।

পেশীতে ব্যথা- পেশীতে ব্যথা হচ্ছে। দিন কয়েক তেমন চলার পরে তা হয়তো একটু বাড়ল। ব্যস, ওইটুকুই। প্রথম দিকে তাঁদের কারোর মনেই হচ্ছিল না করোনা পরীক্ষার করার কথা।পরে দেখা গেল পেশীর ব্যথার কারণ এই সংক্রমণই।

বমি বমি ভাব-বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবাই জানে, করোনাভাইরাস শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে। কিন্তু বমি বমি ভাবও হতে পারে করোনার লক্ষণ। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য। তাই সামান্য গ্যাসের সমস্যা ভেবে রোগকে অবহেলা করবেন না।

করোনাকালে মাস্ক তো পরছেন, সেটা কখন বদলাতে হবে জানেন তো?

চোখ লাল হয়ে যাওয়া-অনেক সময় চোখ লাল দেখে ইনফেকশনের কথা বলেই ক্ষান্ত হন রোগী। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলা হয় কনজাংটিভাইটিস। কেউ কেউ একে জয় বাংলা বলেন। সামান্য এই লাল চোখই হতে পারে আপনার করোনার উপসর্গ। সম্প্রতি এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

মমতাকে ”অখুশি” করল নন্দীগ্রাম, অন্যত্র দু”হাত তুলে আশীর্বাদ বঙ্গবাসীর

রাকেশ দাশ

কলকাতা, ২ মে (হি.স.): ছিলেন বঙ্গের ”অগ্নিকন্যা”, লড়াকু নেত্রী তো বটে, এখন তিনি ”বাংলার মেয়ে”। ভবানীপুর নয়, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসন থেকে। লড়াইটা কঠিন ছিল, সমানে-সমানে লড়াই হলেও হেরে গেলেন মমতা। মমতাকে ”অখুশি” করেছে নন্দীগ্রাম। বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে নির্বাচনী প্রচারের অধিকাংশ সময়ই শোনা গিয়েছে, 'খেলা হবে'। সত্যি খেলাই হল, নরেন্দ্র মোদীর ডবল ইঞ্জিনের সরকারকে প্রত্যাখ্যান করল বাংলার মানুষ। বনবন করে হাঁটেন মমতা, কিন্তু পায়ে চোট পাওয়ায় ভোটের প্রচারে হুইলচেয়ারই ছিল তাঁর ভরসা। অবশ্য ভোটের বাহন ছিল হেলিকপ্টার। এখন পা অনেকটাই ঠিক হয়েছে। তিনি একাই একশো, হুইলচেয়ারেই উত্তর থেকে দক্ষিণ-রাজ্যের সর্বত্র করেছেন প্রচার। পরিশ্রমের ফলও পেলেন মমতা। নন্দীগ্রামের মানুষ অখুশি করলেও, পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র তাঁর মুখে হাসি ফোটাল। বলাই যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দু”হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন মমতাকে।

একদা মমতার প্রিয় স্লোগান ছিল, 'লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই', যথা 'লাল হটাও, দেশ বাঁচাও'। ২১-এর ভোটে মমতার মুখে শোনা গিয়েছে, 'বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও'। 'মোদী হটাও, দেশ বাঁচাও'। আবার 'হোঁদল কুতকুত', 'কিম্ভূতকিমাকার' ইত্যাদিও বলেছেন। আরও দু'টি শব্দ যোগ না করলে নয়! মমতাকে 'গদ্দার', 'মিরজাফর' ইত্যাদি ইত্যাদি বলতেও শোনা গিয়েছে। 'শ্রী' এবং 'সাথী' এই দু'টি শব্দের ব্যবহার বেশ ভালোই করেছেন মমতা। যেমন শ্রী যুক্ত করে-কন্যাশ্রী। যুবশ্রী। রূপশ্রী। শিক্ষাশ্রী। সবুজশ্রী। খেলাশ্রী। এর পর 'সাথী'। স্বাস্থ্যসাথী। খাদ্যসাথী। সবুজসাথী। পথসাথী। শিশুসাথী। এর মধ্যে আপাতত সবচেয়ে প্রিয় 'স্বাস্থ্যসাথী'। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহকে প্রত্যাখ্যান করে মমতাতেই আস্থা রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। এই নিয়ে তিন-বার বঙ্গের ক্ষমতায় তৃণমূল। ফলে হ্যাটট্রিক করল মমতার দল।

মমতার পাকা ঠিকানা '৩০ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট' এবং সেখানকার টালির চালের ঘুপচি ঘর। ভোটের সকালে সেখানেই ছিলেন মমতা, জয় যখন একেবারে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখনই কালীঘাটে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে অফিসে ঢোকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালের অস্থায়ী ঠিকানা নন্দীগ্রামের ভাড়াবাড়ি। মমতা বলেছেন, হলদি নদীর ধারে একটা কুটির বানাবেন তিনি। নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁকে অখুশি করেছে, ফলে কুটির মনে হয় আর হবে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান অন্যান্য রাজনীতিবিদদের থেকে একটু ভিন্ন। কোনও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মমতার রাজনীতিতে হাতেখড়ি কলেজ জীবন থেকেই। এই সময়েই তাঁর কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৮৪-তে মমতার প্রথম লোকসভা জয়। ওই বছরে তিনি দক্ষিণ কলকাতা থেকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও এই জয় তিনি ধরে রাখতে পারেননি। ১৯৮৯-এর নির্বাচনে একই এলাকা থেকে দাঁড়িয়েও পরাজিত হয়েছিলেন মমতা। ১৯৯১-এর লোকসভা নির্বাচন হারানো আসন ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। জয়ের এই ধারাবাহিকতা তিনি ধরে রেখেছিলেন ২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত। রাজনৈতিক জীবনের একেবারে গোড়ায় মমতা ছিলেন কট্টর কংগ্রেস সমর্থক। ১৯৯৭-এ সেই ভাবমূর্তিতে কিছুটা বদল আনেন। ওই বছরই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে পৃথক দল গঠন করেন। নাম দেন তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার বর্তমান দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আট থেকে আশির আদরের 'দিদি'। রাজনীতির পাশাপাশি মমতা ইতিহাসে স্নাতক, ইসলামিক ইতিহাসে স্নাতকোত্তর। এছাড়া, আইন ও এডুকেশনেও তিনি স্নাতক। অবসরে কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর ৩০০-রও বেশি ছবি বিক্রি হয়েছে।

বাবুল সুপ্রিয়কে হারিয়ে টালিগঞ্জে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস

কলকাতা,২ মে (হি.স.) : করোনা আবহে হয় একুশের ভোট। অবশেষে রবিবার প্রকাশিত হল বিধানসভা ভোটের ফল। ফল বলছে একুশের বিধানসভা ভোটে ফের মসনদে ঘাসফুল শিবির। অন্যদিকে বিধানসভা ভোটে বাবুল সুপ্রিয়কে হারিয়ে টালিগঞ্জে থেকে জয়ী অরূপ বিশ্বাস।একুশের বিধানসভা ভোট নিয়ে উত্তেজনা শেষ ছিল না রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে। বিধানসভা ভোটে তৃণমূল বিজেপিতে যোগ দেয় একগুচ্ছ তারকা। এরই মাঝে একুশের ভোটে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে লড়েন বাবুল সুপ্রিয়। কিন্ত ফলের পর দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়কে হারিয়ে ৫০ হাজার ১৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

চরম বিপর্যয়ের পর প্রশ্নের মুখে অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : বহরমপুরের মতো ”অধীর” দুর্গে ভাল ফল করেছে বিজেপি। এবার দলেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে, কার্যত এই ফলাফলই বলে দিচ্ছে অধীর চৌধুরী ”বিজেপিবান্ধব” হয়ে কার্যত নিজ দল, জোটকে ডুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

কংগ্রেসী নাকি বিজেপি? তিনি বিজেপির এজেন্ট নাকি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি? এতশত প্রশ্ন উঠেছিল তাঁকে ঘিরে। অস্বীকার করার উপায় নেই তাঁর অন্ধ মমতা বিরোধিতায় কোনও খাদ নেই। কিন্তু সেই মমতা বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি যেভাবে বাংলায় তথাকথিত ”বিজেপিবান্ধব” হয়ে উঠেছিলেন তার দাম এবার তাঁকে আর তাঁর দলকেই কড়া ভাবে চোকাতে হচ্ছে একুশের নির্বাচনে। মালদহে তো বটেই মুর্শিদাবাদের মতো তথাকথিত কংগ্রেসী দুর্গে কোনও আসনেই লিড তুলতে পারেনি সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর দল কংগ্রেস। যে সুজাপুর গণি খানের পরিবার ও কংগ্রেসের বাইরে ভিন্ন কাউকে গত পাঁচ দশকে ভোট দেয়নি সেখানেই এদিন ভাল ভোট তুলেছে তৃণমূল। মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রের একটিতেও লিড তুলতে পারেনি কংগ্রেস।

অধীরবাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কার্যত তাঁর হাতেই ছিল বাংলায় দলের ব্যাটন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই বারে বারে উঠেছে ”বিজেপিবান্ধব” হয়ে ওঠার অভিযোগ। এমনকি তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যে কোনওদিন বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন এমন সম্ভাবনাও বেশ কয়েক বার উঠে এসেছে।

একই সঙ্গে বামেদের সঙ্গে জোট গঠন নিয়েও বেশ টালবাহানা করেছেন তিনি। জোট প্রক্রিয়াও যে খুব মসৃণ করতে পেরেছেন এমনও নয়। তাঁর এই ভূমিকাই কার্যত গোটা রাজ্যেই বিজেপিকে বেশ অ্যাডভ্যান্টেজ দিয়েছে। তার জেরেই মুর্শিদাবাদের কোনও আসনেই এবার কংগ্রেসের প্রার্থীরা লিড তুলতেই পারেননি। আবার বাম প্রার্থীরাও পিছিয়ে রয়েছেন। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাই নয়, গোটা রাজ্য জুড়েই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে কংগ্রেস। রাজ্যের কোনও আসনেই এগিয়ে নেই কংগ্রেস। ২০১৬ সালে এই কংগ্রেসই উঠে এসেছিল রাজ্যের প্রধান বিরোধীর দল হিসাবে। এবারে তাঁরা বিধানসভায় একজন প্রতিনিধিকেও পাঠাতে পারবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এই বিপর্যয়ের দায় কার? সেই বিপর্যয়ের জন্য অধীরবাবু কী নিজেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করতে পারবেন? তাঁর উগ্র মমতা বিরোধীতা ও ”বিজেপিবান্ধব” কার্যকলাপ বিজেপিকে যে অনেকটাই সুবিধা দিয়েছে সে নিয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্যের ফলাফল অন্তত সেই কথাই বলে দিচ্ছে। এই ফলাফলের দায় নিয়ে কী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেবেন অধীরবাবু? এই প্রশ্নটাই এখন কার্যত দলের ভিতর দাবি হয়ে উঠে আসছে।

“তুষ্টিকরণের পূর্ণ সুফল পেল তৃণমূল“ অসীম ঘোষ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : “পশ্চিমবাঙলার মানুষকে বিজেপি-র ভাবধারায় আনতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। ভোটের এই ফল এটাই দেখিয়ে দিল চোখে আঙুল দিয়ে। আর, তুষ্টিকরণের পূর্ণ সুফল পেয়েছে তৃণমূল।“

গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে কথাগুলো বললেন অসীম ঘোষ। ১৯৯৯ থেকে ২০০২এই সময়কালে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এখনও সক্রিয়। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং হাওড়ার প্রার্থীদের সঙ্গ দিয়েছেন একাধিক স্থানে। রবিবার এই প্রতিবেদককে ক্ষোভের সঙ্গে অসীমবাবু বললেন, “কাজ করতে গিয়ে ভুল হয়। আমাদেরও হয়েছে। সেসব নিয়ে চর্চা হবে। যাকে বলে অন্তর্দর্শন। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।“ অসীমবাবুর ইউজিসি-র টিচার্স ফেলোশিপে গবেষণার বিষয় ছিল মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থান। সেই মুসলমানরাই পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভোটের ফলাফলে তৃণমূলের তুরূপের তাস হয়েছে বলে মনে করেন অসীমবাবু। তিনি বলেন, “দেখুন মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস পর্যন্ত নিজেদের গড় ধরে রাখতে পারল না। বংশপরম্পরায় ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভোটদাতারা কংগ্রেসের ওপর আস্থা রেখেছেন। এবার কংগ্রেস, বাম, আইএসএফ কারও ওপর আস্থা রাখতে পারেনি সংখ্যালঘুরা। ঢেলে ভোট দিয়েছে তৃণমূলকে। এই সঙ্গে অসীমবাবু বলেন, “অসমের ভোটের ফলে দেখুন! সেখানে সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছে নিজেদের বাঁচাতে। কিন্তু ওই রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিজেপি-কে সমর্থন করেছে। উল্টোদিকে, এ রাজ্যে হিন্দুদের একটা বড় অংশের ভোট আমরা পেলাম না। পশ্চিমবাঙলার মানুষকে বিজেপি-র ভাবধারায় আনতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।“দলের সভাপতির মেয়াদ-অন্তে দলে পরামর্শদাতার ভূমিকায় আছেন। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, আইপিএস, সিএ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদদের নিয়ে তৈরি একটি কার্যকরী গোষ্ঠী দলের রাজ্য সভাপতিকে পরামর্শ দেন। অসীমবাবু বলেন, “বাম এবং তৃণমূল সরকার এ রাজ্যের উন্নয়নে ব্যর্থ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে লোক খেপিয়েছেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধবাবুরা তা করেননি। ওঁদের সমস্যা থাকলেও নির্লজ্জ তোষণের পথে হাঁটেননি। বস্তুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘ তৈরির সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। দেশভাগের সময় ভারতে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাঁদের নিয়ে আপত্তি নেই আমাদের। আশা করেছিলাম এই ভোটে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতবে। খুব আশাহত হলাম।“

রাজধানীর আগরতলাতে একটি টিকাকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ছবি ঃ নিজস্ব

মে দিবস উপলক্ষ্যে এসইউসিআই-এর বিভিন্ন কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনার বাড়বাড়ন্তে জর্জরিত ওডিশা ৫-১৯ মে ১৪ দিনের লকডাউন

ভুবনেশ্বর, ২ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে নাজেহাল ওডিশা। হু হু করে বাড়ছে কোভিডে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। এমতাবস্থায় করোনাকে রুখতে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল নবীন পট্টনায়েক সরকার। আগামী ৫ মে থেকে ১৯ মে পর্যন্ত ওডিশায় ১৪-দিনের জন্য লকডাউনের ঘোষণা করেছে ওডিশা সরকার। ওডিশার তথ্য ও জন সংযোগ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, ৫ মে, বুধবার সকাল থেকে আগামী ১৯ মে পর্যন্ত ওডিশায় ১৪-দিনের জন্য লকডাউন লাগু থাকবে। এই সময়ের মধ্যে বাড়ি থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সবজি-সহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার অনুমতি পাবেন সাধারণ মানুষ। ওডিশায় হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। সবমিলিয়ে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৬২,৬২২ জন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে ২,০৬৮ জনের। ওডিশায় এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ৩,৯১,০৪৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকীতে টুইট মমতা, শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের টানটান উত্তেজনার মাঝেই সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকীতে টুইট করে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকাল ৮টা ৪৯ মিনিটে তিনি টুইট করেন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'কিংবদন্তি ছবি প্রস্তুতকারক, লেখক, কম্পোজার, গীতিকার, চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়কে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা। তিনি শুধুমাত্র বাংলার গর্ব নন, ভারত এবং সারা বিশ্বের গর্ব। বিশ্ব জুড়েই মানুষের অনুপ্রেরণা তিনি।' এই পোস্টের ঠিক উপরেই 'মহারাজা তোমারে সেলাম' লিখে বাকি পোস্ট করেছেন তিনি। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মমতার প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারীও টুইট করে জন্মশতবার্ষিকীতে সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেরা ছবি প্রস্তুতকারক। যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন এবং যা রেখে গিয়েছেন, তা অসাধারণ।'

কয়েক দিনের মধ্যেই লন্ডন থেকে দেশে ফিরছি : আদার পুণাওয়ালা

মুম্বই, ২ মে (হি.স.): কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতে ফিরে আসছেন দেশের টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা পুণের সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদার পুণাওয়ালা। শনিবার মধ্যরাতে টুইট করে জানিয়েছেন সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদার পুণাওয়ালা জানিয়েছেন, 'ব্রিটেনে আমাদের সহযোগী ও অংশীদারদের সঙ্গে খুব সফল বৈঠক হয়েছে। এটাও জানিয়ে রাখি, পুণেতে কোভিশিল্ড উৎপাদন চলছে পূর্ণোদ্যমে। যাতে তার গতি আরও বাড়ে, কয়েক দিনের মধ্যে দেশে ফিরেই তার উপর নজর রাখব।' এর আগে লন্ডনের একটি পত্রিকা জানিয়েছিল, আদার পুণাওয়ালা ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছেন। লন্ডনে যাওয়ার নেপথ্যে কারণ না-কি, করোনার টিকা পেতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কর্পোরেট কর্তাদের চাপ। কিন্তু, সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদার পুণাওয়ালার টুইটারে পরে মনে হচ্ছে, ব্রিটেনে তাঁর সহযোগী ও অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করতেই তিনি লন্ডনে গিয়েছেন। একইসঙ্গে জানিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি দেশে ফায়ার আসবেন।

বিজেপি-র ঘৃণার রাজনীতিকে হারিয়েছেন বাংলার সচেতন নাগরিক : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২ মে (হি.স.): ডবল ইঞ্জিনের সরকারকে চাইল না বঙ্গবাসী। মমতাতেই ভরসা রেখেছেন বাংলার নাগরিক। বিজেপিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। একইসঙ্গে অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, একজন মহিলাকে বিজেপি যেভাবে 'দিদি ও দিদি' বলে কটাক্ষ করছিল, তার যোগ্য জবাব দিয়েছে বাংলার জনগণ। হ্যাশট্যাগে লিখেছেন 'দিদি জিও দিদি'।

রবিবার টুইট করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অখিলেশ। অখিলেশ টুইট করে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিকে হারানো সচেতন নাগরিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের হার্দিক অভিনন্দন। একজন মহিলার প্রতি বিজেপির অপমানজনক কটাক্ষ ”দিদি ও দিদি”-র মোক্ষম জবাব দিল জনতা। দিদি জিও দিদি।'

প্রয়াত দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাবা, সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বাবা। রবিবার এই দুঃসংবাদ জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সহকর্মী এবং দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাবার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন কেজরিওয়াল। রবিবার টুইট করে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'কোভিডে নিজের বাবাকে হারালেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। ভীষণ ভীষণ দুঃখের।'

সত্যেন্দ্র জৈনের বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে টুইটে কেজরিওয়াল লিখছেন, 'সত্যেন্দ্র নিজে দিল্লির জনগণের জন্য দিন-রাত এক করে কাজ করে চলেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি, পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

”আমায় আটকানো যাবে না”: অনুব্রত

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : রবিবার একুশের বিধানসভা ভোটের ফল। কার হবে সরকার সকলেই তাকিয়ে আছে সেদিকেই। পরিসংখ্যান বলছে তৃণমূল এগিয়ে। এরই মাঝে ” আমায় আটকানো যাবে না” তৃণমূলের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল।

বিজেপি সংযুক্ত মোর্চাকে হারিয়ে জয়ের পথে তৃণমূল। এই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ”আমার নাম কেষ্ট মণ্ডল। আমায় আটকানো যাবে না। আমি মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি। বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করেছিল। বাংলার মহিলারা সেই অপমান মেনে নেননি। বাংলার মহিলারা, বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে। আমাদের নেত্রী খেলা জানেন। তাঁর কোচিংয়ে আমরা খেলেছি”। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

NIT NO: e-PT-O3/EE/RD/MNU/D/2021-22, dt. 27-04-2021
The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **03:00 PM 03/05/2021** for formation work **(2 bid system)** at Manu RD Block area. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. **(On emergent basis).**
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/-Er. Binoy Kr. Jamatia
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai.
ICA-C-276/2021-22

PNIeT No. 13-17 /EE/DWS/BLG/2021-22 dated 23-4-2021
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. **13/5/2021** for 5 Nos. installation of Package type IRPin Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications, if any.
Sd/- (Er.M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh
ICA-C-248/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafiee fish seed Growers (Individual/ Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Padmabil R.D. Block under Khowai Sub-Division producing available quantity of fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies for supply of major Carp mixed Fingerlings (Rohu,Mrigal,Silver carp) etc. in different VC areas under the Padmabil R.D. Block during the year 2021-22. The last date of Submission of the tender is 11/05/2021 up to 3.00 PM. The eligible tenderer must be within the area of Padmabil R.D. Block. The interested Tenderer, may contact with the office of the undersigned on or before 10/05/2021 on any working days (from 11.00 am to 5.00 PM) for collection of tender form and detail terms and condition.
(NIRUPAM DAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIERS
KHOWAI SUB-DIVISION
ICA-C-303/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-03/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-27/04/2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 10/05/2021 for the following work-
1. Qonstruction of Semi-Permanent class room for Udaipur English Medium H.S.School (Nursery Stage) , Udaipur , Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.
ICA-C-296/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fishery based Individual/ SHGs/ MSS Ltd. under Boxanagar Block, for supplying of 6.00 lakhs Indian Major Carps fingerling of 7 cm of size & above in different Gram Panchayets/ Village Committees of Boxanagar Block, under Sonamura Sub-Division for distribution under Deptt. Action Plan & CMSPY during the financial year 2021-22. The last date of submission of tender is on **10/05/21** up to **4.00 P.M.** Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned on or before **06/05/21** at any working days from 11.00 A.M to 3.00 P.M.
Sd/- (KAMAL HOSSAIN)
SUPDT.OF FISHERIES
SONAMURA SUB-DIVISION
ICA-C-270/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-06/EE/RDTTLM-DIV/2021-22, Dated-26-04-2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 10/05/2021 for 04(four) Nos.** Works. For details visit website-https:// tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/ 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-290/2021-22

WALK IN INTERVIEW
A walk in Interview appointment of Manager of Matinagar Pacs Ltd, Vill & PO: -Matinagar, Sonamura, Sepahijala, Tripura, Monthly salary Rs. 4500.00 (Fixed) only per month, At the interested candidates in the area of operation of the society having qualification at least school final passed with 3 (Three) years minimum training knowledge of cooperative and also age limit 37 years (Relexable 5 years for S/C, S/T, P/H) candidates and their in as age bar in ease of candidates working in Coop, Sector are requested submit their application from—22.05.2021 to 10.06.2021 addressed to the president Matinagar Paes Ltd. During the office hoarse – 11.00 AM to 3.00 PM, except Govt Mali day details information may be obtained in the notice Board of the society, The date of interview is an 20.06.2021.
Sd/-Illegible
President
Matinagar Paes Ltd,
PO : Matinagar, Sonamura,
Sepahijala, Tripura,

বিস্তর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। সিপাহী জলা জেলার পুলিশ ও বিএসএফের জওয়ানরা গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে।সিপাহী জলা জেলার বাদলাম কলম চওড়া এবং সম্রাট নতুনগ্রাম এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ৭৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার শুকনো মজুদ গাঁজা উদ্ধার করেছে।জানা যায় সীমান্তবর্তী এলাকা গুলোতে ওইসব গাজা মজুদ করে রেখেছিল গাজা পাচারকারীরা।সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ জওয়ানরা ওইসব এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে যথারীতি সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। প্রথার করা গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এই গাছামো যাত্রা কার সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি বিএসএফ জওয়ানরা। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশও। উল্লেখ্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে এবছরও ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ হয়েছে।গাঁজা চাষের নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও একাংশের মানুষ অতি মুনাফার লোভে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।রাজ্যের মাটি গাঁজা চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী।সে কারণেই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষজন গাঁজা চাষ করে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে। রাজ্যে উৎপাদিত গাজা সড়কপথ রেলপথ এমনকি আকাশ পথে পথে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বিএসএফ এবং গোয়েন্দা বাহিনী এসব গাঁজা আটক করতে সক্ষম হচ্ছেন।গত কয়েক বছর ধরেই গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান এবং গাঁজা পাচার রোধে প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা সত্বেও গাঁজা চাষ বন্ধ করা কোনোভাবেই প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অভিযোগ গাঁজা চাষের তোদের সঙ্গে পুলিশ এবং শাসক দলের নেতাদের একাংশের যোগসাজ হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাজা চাষি না ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করে চলেছে।

বিশালগড় পুর পরিষদের দায়সারা কাজকর্মে ক্ষোভ বাড়ছে পুরবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বিশালগড় পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্মে ক্ষোভে ফুসছেন পুর পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকরা।বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে গত বেশ কিছুদিন ধরে আবর্জনা পরিবাহী একটি গাড়ি পড়ে রয়েছে। গাড়িতে থাকা ময়লা আবর্জনা পচা গন্ধ এলাকার পরিবেশ কলুষিত করছে। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি শতাধিক বাড়িঘর মানুষজন ঘরে পর্যন্ত থাকতে পারছেন না। ময়লা পরিবাহিতার এটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পুর নিগমের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এবং পথচলতি মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গত বেশ কিছুদিন ধরেই গাড়িটি বিকল হয়ে সেখানে পড়ে রয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ বিশালগড় পুর পরিষদ থেকে নিয়মিত কর আদায় করা হলেও জনগণকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন ওয়ার্ল অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। ড্রেন ও রাস্তাঘাট সময়মতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না। অনেক জায়গাতেই স্ট্রিট লাইট নেই। মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলায় আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলী এলাকায় সন্ধ্যারাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। তবে পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসী চোরকে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হন। চোরকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক চুড়েল নাম জানা যায়নি।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন কদমতলী এলাকার একটি বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল।সন্ধ্যা রাতে বাড়িতে ঢুকে একটি জল উত্তোলনের মোটর এবং কিছু রড চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ওই চোর।

রাজ্য সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ উদ্বাস্তু কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিলেন সিপাহী জলা জেলা এবং পশ্চিম জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির কর্মকর্তারা।বাম আমলে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলি এখনো তাদের ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে পারেনি। সরকার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাস্তুচ্যুতদের সংগঠন। শনিবার গোকুলনগর রাস্তার মাথা কমিউনিটি হলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা এবং সিপাহী জলা জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান গোপাল লস্কর, সাধারণ সম্পাদক রাখাল দেবনাথ, সম্পাদক দুলাল দেবনাথ, সদস্য বিষ্ণুদাস এবং সদস্যা হাসিনা বেগম সহ অন্যান্যরা। তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গত কয়েক বছর যাবৎ মহকুমা শাসক থেকে আরম্ভ করে জেলা সমাহর্তা পর্যন্ত দাবি সনদ গুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দাবি পূরণ হয়নি। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দফায় দফায় দেখা করার জন্য অনুমতি চাওয়া হলে আজ পর্যন্ত সেই অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, উগ্রপন্থী কার্যকলাপে এডিসি এলাকা থেকে বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিম জেলা এবং সিপাহী জলা মহকুমার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বহু পরিবার আশ্রিত রয়েছে। অনেকদিন যাবত অস্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। বহু আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে।কিন্তু বাস্তবে কোনো কিছু হয় নাই। বিজেপি কংগ্রেস তৃণমূল যখন বিরোধী ছিল তখন লম্বা লম্বা ভাষণ প্রদান করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে যে পরিবার গুলি উগ্রপন্থী কার্যকলাপে বাড়িঘর ছাড়তে হয়েছে সেসব পরিবারগুলিকে আলাদাভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সিপিএম সরকার থাকাকালীন ঘর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিবারদের ব্যাংকের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে আবার কোন ব্যক্তি এক টাকাও পায়নি।সেই টাকাগুলো বামফ্রন্টট সরকার কোথায় রেখে গিয়েছে বর্তমান সরকার তার হিসাব দিতে পারিনি। দাবি পূরণ না হলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত ঘেরাও হবে বলে হুমকি দেয় তারা। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনটি দাবির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। দাবিগুলো হলো উদ্বাস্তুরা যারা বর্তমানে ভিটে হারাা তাদেরকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দুই সন্তানের জননীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ মে।। বিশালগড় কদমতলী এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেন পেশায় রাজমিস্ত্রি। তার স্ত্রী অঞ্জুয়ারা বেগম এবং দুই সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে সংসার চল ছিল। হঠাৎ করে তাদের সংসারে এর মধ্যে শুরু হয় অশান্তি। এলাকাবাসী সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি রবিবার সকালবেলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার শুরু হয় এবং এক সময় স্ত্রী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটে সকাল আটটা নাগাদ। এলাকার লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গৃহবধূকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। জানা যায় তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে গৃহবধূর বাপের বাড়ি লোকজন। এবং উত্তেজিত হয়ে গৃহবধূর স্বামী জাহাঙ্গীরের বাড়ি ভাঙচুর করে। এদিকে জানা যায় গৃহবধূর স্বামী বর্তমানে পলাতক। এই ঘটনায় কদমতলী এলাকায় জুড়ে তীব্র শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিশালগড় মহকুমাধীন কদমতলী এলাকায় স্বামী ও ননদ কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যার চেষ্টা করে মাঝ বয়সী মহিলাকে।বর্তমানে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় গৃহবধূ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ১লা মে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর বাবার বাড়িতে ছুটে যায় বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার সভাপতি পিংকি মন্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। উনারা কথা বলেন অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর অসহায় মাতা পিতা ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে। প্রতিনিধিদের দেখে গৃহবধূর মাতা-পিতা আত্মীয়-পরিজন কাঁদতে থাকে। তাদের কান্নারচিৎকারে উপস্থিতি প্রতিনিধি দলটি সমবেদনা জানান। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা সত্যি অপরাধী, উনারা কোনমতে ছাড়া পাবেনা, আইনিভাবে পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের প্রচন্ড শাস্তি প্রদান করবে বলে আশ্বস্ত করে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূর পিতার বাড়ির লোকজনদের।

অনাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে।। অনা-বৃষ্টিতে জ্বলছে মাঠ,ঘাট, কৃষকের কৃষিজমি। সব মিলিয়ে এ সমাজের কৃষকরা বেকায়দায়। কৃত্রিম জলাশয় ও প্রখর রুদ্র তাপে ফেঁটে চৌচির।

বৈশাখ মাসে সর্বদাই ঝড়-বৃষ্টি থাকে। কিন্তু বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময় চলে এলেও এখন পর্যন্ত দেখা নেই বৃষ্টির। যার ফলে মহা বিপাকে কৃষক কূল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কৃষি প্রধান এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম এলাকা গুলি হলো বাইশ ঘড়িয়া, উত্তর কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, বালু ছড়া, মোহরছড়া, নয়নপুর সহ আরো অন্যান্য এলাকা। এই এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন অধিকাংশই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে অনাবৃষ্টি থাকার কারণে জলের অভাবে কৃষকরা অনেকটাই বেহদিশ। এই অবস্থায় তারা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কারণ বাইশ ঘড়িয়া এলাকায় এম.আই দপ্তরের দুইটি পাম্প মেশিন থাকলেও এর মধ্যে একটি ৩ থেকে ৪ বছর যাবত বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। সারাইয়ের নেই কোন উদ্যোগ প্রশাসনের। আরেকটি মেশিন দ্বারা কৃষকেরা তাদের জমিতে জল দিচ্ছে। অভিযোগ, কৃষিক্ষেত্রে চাষাবাদের জন্য যে পরিমান জলের প্রয়োজন সেই মতো তারা জল পাচ্ছেন না। উপরন্তু অনাবৃষ্টি, তাই কৃষককূল বৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে চাতক পাখির মতো।

অনাবৃষ্টির কারণে কারকল, পটল, লতছিম, জালি, করলা প্রভৃতি সব্জির গাছগুলো ঝলসে যাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষিজ মাঠে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল জলের অভাবে এবং প্রখর রুদ্র তাপে বেগুন গাছে বেগুন ঝলসে গেছে। এখন কৃষকেরা চাইছে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং কৃষি দপ্তর যেন নজর দেয় কৃষক পরিবারের উপর।

প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে।। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ ইঞ্জিনিয়ার/ত্ম ঠিকাদার এই ত্রিবেণী সঙ্গমে দুর্নীতির ঘোটালা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নির্মাণে। এই ঘোটালার অভিযোগ তেলিয়ামুড়া প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা দপ্তর অফিসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দপ্তরের ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টের উপস্থিতিতে চলছে রাস্তা নির্মাণের কাজ।

অভিযোগ মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চাকমা ঘাট থেকে হাজরাপাড়া পর্যন্ত ৫ কিমি রাস্তা সহ আরো পাঁচটি রাস্তা নির্মাণের বরাত পায় আগরতলার ঠিকাদার এন জি ভট্টাচার্য্য। যদিও এন জি ভট্টাচার্য্যের নামে কাজটি করছেন খোয়াইয়ের জনৈক এক ঠিকাদার।

সরকারি নিয়ম অনুসারে পুরনো রাস্তার উপর ইটের মেটেলিং করে তার উপর পিচ ঢালাই করা হবে এটাই বাস্তব সম্মত। কিন্তু রাস্তা নির্মাণের কাজ এর স্থলে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল ঞ্চঞ্চঞ্চছু সাব ডিভিশন দপ্তর তেলিয়ামুড়া স্থিত অফিসের দুই ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টের উপস্থিতিতে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। অভিযোগ রাস্তার পুরনো মেটেলিং তুলে পুনরায় সেই মেটেলিং গুলিকে রোলার দ্বারা চাপা দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

প্রশ্ন থেকে যায় দপ্তরের দুই ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট রাস্তা নির্মাণ কাজের স্থলে থাকা সত্ত্বেও কেন নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। আদতে বাম আমলের অপসংস্কৃতি একাংশ কর্মচারীদের মধ্যে এখনো বিরাজমান। যার ফলে একাংশ সরকারি কর্মচারীদের হাত ধরে উন্নয়নমূলক কাজে কেবল মারিং মারিং। ওইসব কর্মচারীদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি এবং নিজ পকেটকে স্ফীত করার জন্য সরকারের বদনাম করার চক্রান্ত করে যাচ্ছে। অথচ ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা চিকিৎসক অতুল দেববর্মা চাইছেন প্রত্যন্ত এলাকা গুলির উন্নয়ন যাতে গুণমান সম্পন্ন হয়। কারণ এগুলি মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এদিকে ওয়ার্ক এসিস্টেন্ট তপন দেবনাথকে কাজের ঘোটালা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এবার এলাকাবাসীদের প্রশ্ন দপ্তরের এক্স ইউটিউব ইঞ্জিনিয়ার যুগেশ জমাতিয়াও এই ঘোটালার সাথে জড়িত কি না? তবে এলাকাবাসীরা চাইছে রাস্তা নির্মাণের কাজ গুণগতমান সম্পূর্ণভাবে করা হোক।

তেলিয়ামুড়া পুরবাসীদের একাধিক দাবী উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে।। করোণা অতিমারির কারণে রাজ্যের পৌর ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও পিছিয়ে যেতে পারে। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে বিগত দিনে এবং বর্তমানে কতটা উন্নয়নের কাজ হয়েছে ওয়ার্ড বাসীদের কল্যাণে। এর মধ্যে বিগত দিনে সিপিআইএম দলের নির্বাচিত সদস্য ২৪ মাস কাজ করেছেন এবং বিজেপি দলের নির্বাচিত সদস্য কাজ করেছেন ২২ মাস। যদিও বিজেপি দলের হয়ে নির্বাচিত সদস্য পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু এই ১৫ নং ওয়ার্ডে ওয়ার্ড বাসীদের কল্যাণে কতটা উন্নয়ন হয়েছে। বিগত দিনে ২৪ মাসের দায়িত্বে থাকা সিপিআইএম দলের হয়ে নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্য ছিলেন প্রমোদ বৈশ্য। উন্নয়নের ব্যাপারে উনার বক্তব্যের সাথে উন্নয়নের কাজের বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া গেলো না ১৫ নং ওয়ার্ড ঘুরেও। পরক্ষণে তিনি ওয়ার্ড সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। অন্যদিকে এই ওয়ার্ড থেকে নীতিন কুমার সাহা বিজেপি দলের হয়ে নির্বাচিত হয়ে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। উনার ২২ মাস সময়কালে এই ১৫ নং ওয়ার্ডে যেসব উন্নয়নের কাজ করেছেন সেগুলিও ওয়ার্ড বাসীদের কল্যানে। এ প্রসঙ্গে নীতিন কুমার সাহা জানান, ২২ টি পরিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, ৩টি রাস্তা, ৬টি পাকা ড্রেন, ১৫টি পরিবারকে বৃদ্ধ ভাতার আওতায় এনে বৃদ্ধ ভাতা প্রদান করা হয়। উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পে ৭৬ টি পরিবারে মধ্যে রান্নার গ্যাস কানেকশন এর প্রদান, ক্ষৌরকর্মী এবং রাজমিস্ত্রি কর্মীদের সামগ্রী বিতরণ, ৩৪টি পরিবারকে এডহক বিপিএল তালিকাভুক্ত করা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, পৌর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে ৪৫০টি পরিবার রয়েছে। যদিও এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকাটি ফরেস্ট রিজার্ভ ভুক্ত এলাকা। ওইসব পরিবারগুলোর দাবি তারা যাতে রিজার্ভ ফরেস্ট ভুক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা জানান, ওইসব পরিবারদের স্থায়ী বসবাসের দাবীটি পূরণ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টাও চলছে।

বিলোনীয়ায় আগুনে পুড়ল ছাত্রাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ মে।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই বিলোনিয়া বজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশনের পুরানো ছাত্রাবাস। ঘটনা স্থলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার রাতে ভয়াভহ আগুনে পুড়ে ছাই হলো বিলোনীয়া বি কে আই সিত ঐতিহ্যবাহি সূর্য সেন ছাত্রাবাস। করোনার অতিমারি ও গ্রীস্মের ছুটির কারণে ছাত্রাবাসে কোন ছাত্র না থাকলেও ছাত্রাবাসটিতে টি এস আর নবম বাহিনীর ১০ জনের একটি অসায়ী ক্যাম্প রয়েছে। জানা গেছে শনিবার রাতে ক্যাম্পের জোয়ানদের কেহ ডিউটিতে কেহ বা রাতের খাবার সেরে মাত্র বিছানায় গেছেন। হঠাৎ ছাত্রাবাসের পূর্ব দিকের একটি ঘরে আগুন দেখতে পায় টি এস আর জোয়ানদের কয়জন। খবর দেওয়া হয় বিলোনীয়া ফায়ার সার্ভিসে। আগুন ছাত্রাবাসের চারিদিকের ঘরে ছড়িয়ে পরে। এত দ্রুত কিভাবে ছাত্রাবাসের সবকটি ঘরে আগুন ছরিয়ে পরেছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। খবর পেয়ে আগুন নেভানোর কাজে নামে সানীয় যুবক সহ সাধারণ মানুষ। দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। আগুনের লেলেহান শিখায় আতঙ্কিত হয়ে পরে ছাত্রাবাসের আশপাশের মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনা সলে ছুটে যান টি এস আরের আধিকারিক সহ বিলোনিয়া থানার ওসি। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এখনো যানা যায় নি। এত দ্রুত কিভাবে ছাত্রাবাসের সবকটি ঘরে আগুন ছরিয়ে পরেছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ছাত্রাবাসে টি এস আর জোওয়ানদের হাতিয়ার সহ বিভিন্ন সরঞ্জামও রয়েছে। এক এক করে দমকলের বিলোনীয়া, রাজনগর, ঋষ্যমুখ, শান্তিরবাজার সহ দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পরে। খবর পেয়ে আগুন নেভানোর কাজে নামে সানীয় যুবক সহ সাধারণ মানুষ। দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। আগুনের লেলেহান শিখায় আতঙ্কিত হয়ে পরে ছাত্রাবাসের আশপাশের মানুষ।

বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এক্ষেত্রে নন-গেজেটেড ৫০ শতাংশ কর্মচারী প্রতিদিন অফিস-এ উপস্থিত থাকবেন। তবে, প্রয়োজন হলে সরকারি কর্মচারী-কে বাড়ি থেকে অফিসে আসতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, করোনা-র প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২৫ এপ্রিল ৯৮ জন, ২৬ এপ্রিল ১১১ জন, ২৭ এপ্রিল ১২৪ জন, ২৮ এপ্রিল ১৬৬ জন, ২৯ এপ্রিল ১৪১ জন, ৩০ এপ্রিল ১৭৩ জন এবং ১ মে ২৪৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। বিশেষ করে আগরতলায় সংক্রমণের হার বেশি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলি-তে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। তাই, নৈশকালীন কারফিউ-র সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পুর নিগম এলাকায় সমস্ত দোকান এবং অফিসে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিশ্চিহ্ন

● প্রথম পাতার পর

ছিল বিধান ভবন। রোহনবাবু বলেন, "গত নির্বাচনে কংগ্রেস এ রাজ্যে ৪৪টা আসন পেয়েছিল। এবার একটাও পেলাম না। এই অবস্থায় দায়িত্বে থাকার কোনও অধিকার আমাদের নেই।" লিখিতভাবে পদত্যাগ করছেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এখন তো করোনার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি চলছে! অবস্থা একটু স্বাভাবিক হোক।"

এবারে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্য থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তৃতীয় শক্তি বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট। রাজ্যে

ধাওয়ানের ব্যাটে সহজ জয় দিল্লির

পঞ্জাব কিংস -১৬৬/৬ দিল্লি ক্যাপিটালস - ১৬৭/৩ দিল্লি জয়ী ৭ উইকেটে

আমেদাবাদ: এই রান তুলতে দিল্লির যে বড় সমস্যা হবে না সেটা জানাই ছিল। ওপেন করতে নেমে শিখর ধাওয়ান এবং পৃথ্বী দাপটের সঙ্গে শুরু করলেন। ২২ বলে ৩৯ করে আউট হলেন পৃথ্বী। স্মিথ ফিরে গেলেন ২৫ করে। পন্থ মারতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন ১৪ করে। কিন্তু অন্যদিকে দুরন্ত ব্যাট করছিলেন শিখর ধাওয়ান। গবর ধারাবাহিক পারফর্ম করে চলেছেন। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দুশ্চিন্তা কমবে বিরাট কোহলির। বাকি কাজটা করে দিলেন ক্যারিবিয়ান হেটমায়ার। শেষ ম্যাচে বিরাট কোহলির আরসিবিকে হারিয়েছিল পঞ্জাব। ফলে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ছিল দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে।

প্রভসিমরান ১২ রান করে ফিরে গেলেন শুরুতেই। অধিনায়ক আগারওয়ালের সঙ্গে এগোচ্ছিলেন ক্রিস গেইল। একটি বিশাল ছক্কা হাঁকান ক্যারিবিয়ান তারকা। পরের বলেই রাবাডা উইকেট ছিটকে দেন। আজ প্রথম মাঠে নেমেছিলেন ইংল্যান্ডের ডেভিড মালান। খুচরো রান নিয়ে এবং একটি বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারি মেরে ভাল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিশ্বের সেরা টি টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান। কিন্তু বোল্ড হয়ে গেলেন অক্ষর প্যাটেলের বলে। তাঁর সংগ্রহ ২৬।

কিন্তু এরপর অধিনায়ক মায়ানক আগারওয়াল দায়িত্ব নিয়ে দলের রান বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। বেশ কিছু দেখার মত শট মারলেন টিম ইন্ডিয়ার এই ব্যাটসম্যান। ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে গেলেন দীপক হুদা। শাহরুখ খান ঝড় তুলতে পারলেন না। তাঁকে আউট করলেন আবেশ খান। তবে পঞ্জাব অধিনায়ক লড়াই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু যে রান তুলল পঞ্জাব, সেটা দিল্লির মত শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে আটকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই রান শিখর ধাওয়ান, পৃথ্বী, পন্থ দের সহজেই তুলে দেওয়া উচিত।

ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদটা এসেছে পঞ্জাব কিংস শিবিরে। একিউট অ্যাপেন্ডিক্স সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে অধিনায়ক কে এল রাহুলকে। যে অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন, কমলা টুপি নিয়েছিলেন, সেই রাহুলের হঠাত করে ছিটকে যাওয়াটা দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে পঞ্জাবের। দলের সেরা ব্যাটসম্যান না থাকলে অসুবিধা তো হবেই। তবে রাহুল ছাড়াও লড়াই দিতে তৈরি পঞ্জাব। তাহলে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। নিজেদের শেষ ম্যাচে বিরাট কোহলির দলকে হারিয়েছিল পঞ্জাব। কিন্তু তাতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন রাহুল। রাহুলের অনুপস্থিতি কীভাবে সামলায় পঞ্জাব সেটাই দেখার।

ক্রিস গেইল, দীপক হুদা, শাহরুখ খান এবং বাকিরা মিলে কতটা দায়িত্ব নিতে পারেন তার ওপরেই নির্ভর করছে প্রীতি জিন্টার দলের ভাগ্য। বোলিং বিভাগে শামি ছাড়াও অলরাউন্ডার মোজেস এবং স্পিনার রবি বিষ্ণুই দলের সম্পদ। অন্যদিকে আজ জিততে পারলে শীর্ষে চলে যাওয়ার সুযোগ আছে দিল্লির সামনে। দারুন ছন্দে আছে দল। শিখর ধাওয়ান এবং পৃথ্বী শ দুই ওপেনার দারুণ ফর্মে।

অধিনায়ক পন্থ এবং হেটমায়ার রান পাচ্ছেন। দিল্লির বোলিং টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা। দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার রাবাডা ছাড়াও হাতে রয়েছে ইশান্ত শর্মা, অমিত মিশ্রদের মতো অভিজ্ঞ বোলার। দুই দলের শক্তির বিচারে এগিয়ে দিল্লি। কিন্তু আইপিএলের ইতিহাসে পরিসংখ্যানের বিচারে এগিয়ে পঞ্জাব। যদিও এই ধরনের লড়াইয়ে অতীত পরিসংখ্যান খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না, তবুও বর্তমান ফর্মের বিচারে কিছুটা হলেও এগিয়ে দিল্লি। ম্যাচের আগে রাহুলের না থাকাটা পঞ্জাবের জন্য ধাক্কা সেটা প্রমাণ হল। দিল্লি সহজ জয় পেয়ে পৌঁছে গেল লিগ টেবিলের শীর্ষে।

আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এলেন ধাওয়ান-সহ একাধিক ক্রিকেটার

কেকেআরের তারকা পেসার তথা অজি ক্রিকেটার প্যাট কামিন্স সূচনা করেছিলেন। তারপর এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরই দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রেট লি। আইপিএলের দল রাজস্থান রয়্যালস এবং মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকরও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। আর এবার করোনা মোকাবিলায় আর্থিক সাহায্য করলেন ভারতীয় ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান এবং জয়দেব উনাদকাটও। শুধু এই দুই ক্রিকেটারই নন, সাহায্য করতে চেয়েছেন ক্যারিবিয়ান তারকা নিকোলাস পুরান। এছাড়া অর্থ দান করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনও। দেশজুড়ে নতুন করে তাণ্ডব চালাচ্ছে মারণ ভাইরাস। সংক্রমণের নিরিখে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে নতুন রেকর্ড। আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ক্রমবর্ধমান মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া, সৌদি আরব, আমেরিকা-সহ বিশ্বের বহু দেশ। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করেছেন। সম্প্রতি সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছিলেন মাষ্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকরও। যিনি নিজে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্লাজমা দান করার পাশাপাশি 'মিশন অক্সিজেন' নামে শিল্পোদ্যোগীদের একটি প্রকল্পে এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যও করেন। এই প্রকল্পে হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের অভাব মেটাতে অক্সিজেন কনসনট্রেটর পাঠানো হবে। আর এবার সেই পথে হেঁটে করোনা মোকাবিলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শিখর ধাওয়ানরা।জানা গিয়েছে, ধাওয়ান অক্সিজেন সিলিন্ডার কেনার জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং এখনও পর্যন্ত যে কটি ম্যাচে কোনও না কোনও পুরস্কার জিতেছেন, সেই পুরস্কারমূল্য দান করেছেন। টুইট করে নিজেই সেকথা জানান বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান। এদিকে, কেকেআরের বিরুদ্ধে ৪৬ রান করে অনবদ্য রেকর্ডও কিন্তু গড়ে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'গব্বর'। সুরেশ রায়নাকে টপকে বিরাট কোহলির পর আইপিএলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় দু'নম্বরে উঠে এসেছেন ধাওয়ান।এদিকে, শুধু ধাওয়ান নন, জয়দেব উনাদকাটও আইপিএলে নিজের মাইনের ১০ শতাংশ অর্থ করোনা মোকাবিলায় দান করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ৪২০০ মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য করেছে। এমনকী ক্যারিবিয়ান তারকা নিকোলাস পুরানও ভারতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য অর্থ সাহায্য করার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দল পাঞ্জাব কিংসও অক্সিজেন কনসানট্রেটর দান করার কথা ঘোষণা করেছে।

আইপিএল-এ প্রথম শিকার কোহলী

ভারতীয় ক্রিকেট আরও এক শিখ স্পিনারের নাম জানল। বিরাট কোহলী, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং এবি ডিভিলিয়ার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ৩ মহারথীকেই শুক্রবার ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। পঞ্জাব কিংসের জয়ের পিছনে বড় ভূমিকা নিলেন হরপ্রীত ব্রার।নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আইপিএল-এর প্রথম ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন হরপ্রীত। তিনি বলেন, "বাড়িতে সকলে খুব খুশি হবে। ওদের আশীর্বাদেই আজ এখানে পৌঁছতে পেরেছি। আমাকে কেউ ছয় মারলে কখনও ভেঙে পড়িনি, কারণ জানি বোলারের কাছে সব সময় ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। তাই জানতাম ফিরে আসব। আইপিএল-এ আমার প্রথম শিকার কোহলী, এটা দারুণ সাহায্য করেছে। আত্মবিশ্বাস পেয়েছি অনেক। আমি যখন ব্যাট করতে নেমেছিলাম, আমার কাছে ১-২ ওভার দেখে নেওয়ার সময় ছিল। রাহুল ভাই উল্টো দিক থেকে কথা বলছিল আমার সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছিল পরিস্থিতি কেমন।

স্পেনে দাবি, বার্সা ছাড়ছেন না মেসি

গ্রানাদার কাছে শেষ ম্যাচে হেরে লা লিগা খেতাবি দৌড়ে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে বার্সেলোনা। তবে তারই মধ্যে ক্যাম্প ন্যু ভক্তদের মুখে সামান্য হলেও ধরা পড়েছে হাসির রেখা। শুক্রবার স্পেনের একটি রেডিয়ো চ্যানেল দাবি করেছে, নতুন মরসুমেও প্রিয় ক্লাবেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিয়োনেল মেসি।জুন মাসেই মেসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্লাবের। তার পরে আর্জেন্টিনীয় তারকার আগামী গন্তব্য কোথায়, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। এমনই দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে বার্সা সমর্থকদের মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে। ওই চ্যানেলের দাবি, নতুন প্রেসিডেন্ট খুয়ান লাপোর্তার সঙ্গে গত সপ্তাহে একান্তে কথাবার্তা হয়েছে মেসির। সেই আলোচনায় মেসি জানিয়েছেন, তিনি প্রিয় বার্সেলোনাতেই থাকবেন। অন্য কোনও ক্লাবে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে তারই সঙ্গে মেসি নতুন প্রেসিডেন্টকে আরও একটি বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, নতুন মরসুমে দলকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ফলে নতুন ফুটবলারদের নেওয়ার বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্য বড় অংশের অর্থ ব্যয় করতে হবে।চলতি মরসুমে কোপা দেল রে ট্রফি ছাড়া বার্সেলোনার ভাণ্ডারে আর কোনও সাফল্য নেই। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব থেকেই। লা লিগা শেষ পর্যন্ত জেতা যাবে কি না, তা নিয়ে ধন্দ রয়ে গিয়েছে। তার উপরে এই মুহূর্তে প্রবল আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে বার্সেলোনা। বৃহস্পতিবার গ্রানাদার কাছে ১-২ গোলে হেরেছে বার্সা। এই হারে লা লিগা খেতাব জয়ের নাটক রুদ্ধশ্বাস পরিণতির দিকেই যাচ্ছে। শীর্ষে এখনও ৩৩ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট পাওয়া লুইস সুয়ারেসদের আতলেতিকো দে মাদ্রিদ। শনিবার যারা খেলবে এলচের সঙ্গে। তার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরেই রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ওসাসুনা লড়াই। মেসিদের খেলা রবিবার। প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্সিয়া। এই তিনটি ম্যাচের পরে ছবিটা কোথায় দাঁড়ায় সেটাই দেখার। বার্সা ও রিয়াল দু'দলেরই পয়েন্ট ৩৩ ম্যাচে ৭১, এবং এই তিন ক্লাবের ঠিক পরেই রয়েছে ৩৩ ম্যাচে ৭০ পয়েন্টে থাকা সেভিয়া। সোমবার যারা অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে খেলবে। অন্য দিকে গ্রানাদার বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায়, আগামী দু'ম্যাচ দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না কোমান।

মারাদোনার মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক দাবি

দিয়েগো মারাদোনার মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট দিল বুয়েনোস আইরেসের এক মেডিক্যাল প্যানেল। ৭০ পাতার রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হল, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরে বাড়ি ফিরে তিনি পর্যাপ্ত চিকিতা পরিষেবা পাননি এবং সেটাই তাঁর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। শেষের ক"দিন ফুটবল কিংবদন্তিকে নাকি চূড়ান্ত যন্ত্রণার মধ্যেও কাটাতে হয়েছে।গত বছরের ২৫ নভেম্বর মারাদোনার মৃত্যু হয় হৃদরোগে। তাঁকে তাঁর শয্যায় মৃত অবস্থাতে পাওয়া যায়। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা অধিনায়কের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছিল ঘটনার ১২ ঘণ্টা পরে। বিচার বিভাগের নির্দেশেই মারাদোনার মৃত্যুতে চিকিতা বিভ্রাট বা গাফিলতি ছিল কি না, জানতে ২০ জন বিশেষজ্ঞের একটি দল তদন্ত করেছে। তাঁরাই রিপোর্টে এমন সব চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। প্রসঙ্গত গোটা ঘটনায় মারাদোনার নিজস্ব স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিতক লিয়োপোল্দো লুকে, মনোবিদ কার্লোস দিয়াস ও দু"জন নার্সের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের ১৫ বছরের কারাবাসও হতে পারে।নিজের ৬০তম জন্মদিনের ঠিক চার দিন পরেই মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য মারাদোনাকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল গত বছরের ৩ নভেম্বর। সে সময় তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে পড়েছিল। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছিলেন না। এ সবের জন্য অবশ্য তাঁর দীর্ঘ মাদকাসক্তিও (অ্যালকোহল ও কোকেন সেবন) দায়ী বলে মনে করেছেন চিকিতকেরা। যে কারণে তাঁর যকৃত বৃক্ক ও হৃদযন্ত্রেও নানা সমস্যা ছিল। প্রসঙ্গত মারাদোনার দুই কন্যা তাঁদের বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিলেন, চিকিতক লুকে-কে। ওই মেডিক্যাল প্যানেলও মনে করছে, পর্যাপ্ত চিকিতা পরিষেবার মধ্যে থাকলে এই মৃত্যু হয়তো এড়ানো যেত। মারাদোনার শেষের দিনগুলি কেটেছে বুয়েনোস আইরেসের এক অভিজাত পাড়ার ভাড়া করা বাড়িতে। তদন্ত কমিটির বক্তব্য, সে সময় তাঁকে কোনও ভাল হাসপাতালেই রাখা উচিত ছিল। কিংবদন্তি তারকার হাতে এ"ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়াটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল।

করোনার প্রতিষেধক নেবেন এ বার মেসিরা

কোপা আমেরিকায় খেলার জন্য আগামী সপ্তাহেই করোনার প্রতিষেধক নিচ্ছেন লিয়োনেল মেসি, নেমার দা সিলভা স্যান্টোস (জুনিয়র)-রা। চিনে তৈরি সিনোভ্যাক প্রতিষেধক নেবেন তাঁরা।করোনা অতিমারির কারণে এ বারের কোপা আমেরিকায় অংশ গ্রহণের প্রধান শর্তই হল প্রতিষেধক নেওয়া। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার ডোজ প্রতিষেধক পেয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল নিয়ামক সংস্থা (কনমেবল)। বৃহস্পতিবারই এই নির্দেশ জারি করেছে তারা। কনমেবলের প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো দোমিঙ্গেস বলেছেন, "প্রতিষেধক নিয়ে ফুটবলার ও অন্যান্য কর্মকর্তারা বাড়তি নিরাপত্তা পাবেন। সকলেই জানেন, একটা দল কখনওই শুধু ফুটবলারদের নিয়ে গড়া হয় না। এই কারণেই সকলকে এই প্রতিষেধক নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"সমস্যা হচ্ছে আর্জেন্টিনা সরকার এখনও এই চিনা প্রতিষেধক ব্যবহারে অনুমোদন দেয়নি। তাই বেশ কয়েকটি দেশের জাতীয় দলের ফুটবলার ও কর্তাদের উরুগুয়ে যেতে হবে প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য।১৩ জুন শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া এ বার যৌথ ভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজক। "এ" গ্রুপে আর্জেন্টিনার সঙ্গে রয়েছে বলিভিয়া, উরুগুয়ে, চিলি ও প্যারাগুয়ে। ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে মেসিরা খেলবেন চিলির বিরুদ্ধে। "বি" গ্রুপে ব্রাজিলের সঙ্গে রয়েছে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর ও পেরু। ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ১৪ জুন। কোপা আমেরিকার ফাইনাল ১০ জুলাই।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 61 /EE/DD/PWD(R&B)/2021-22 Dated 12.04.2021 The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03-05-2021 for the following work:

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Grouting, patch WBM, patch carpeting and seal coat on the road from (i) Hrishi Aurobindo Lane (L=0.60KM) (ii) Sukanta Sarani (L=0.50KM), (iii) Link road Hrishi Aurobindo & Sukanta Sarani (L=0.70KM), under Dharmanagar Municipal Council area. DNIT. NO.01/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.22,13,259.00	Rs.22,133.00	3 (Three) Months	Upto 15.00 Hours on 03-05-2021	At 16.00 Hrs on 03-05-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. of different roads under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala during the year 2021-22/ SH: Lowering of side berm, supplying of mixed class brick bats, palasiding, kutcha drain, turfing etc. DNIT. NO.02/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.12,96,773.00	Rs.12,968.00	6 (Nine) Months				
3	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Grouting, patch WBM, patch carpeting and seal coat on the road starting from Raghna Panchayet Office to IBB road (L=1.20 KM) under Kalacherra R.D. Block Area. DNIT. NO.03/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.24,20,792.00	Rs.24,208.00	3 (Three) Months				
4	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Patch soling, surface dressing, katcha drain etc for different roads under Dharmanagar Sub-Division area. DNIT. NO.04/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.9,70,875.00	Rs.9,709.00	6 (Six) Months				
5	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Supplying & spreading of brick bats & rubbish including surface dressing katcha drain etc on different roads under Kalacherra R.D. Block area. DNIT. NO.05/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.8,74,935.00	Rs.8,749.00	4 (four) Months				
6	Mtc. of PWD road under PWD (R&B), Dharmanagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Supplying & spreading of brick bats & rubbish including surface dressing katcha drain etc on different roads under Jubarajnagar R.D. Block area. DNIT. NO.06/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.8,30,720.00	Rs.8,307.00	4 (four) Months				
7	Mtc. of different roads under Kadamtala Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: Patch soling, protection work, side berm clearing mixed class bats, palasiding, kutcha drain etc. during the year 2021-22. DNIT. NO.07/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.15,09,808.00	Rs.15,098.00	9(nine) Months				

Other necessary detailed information can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in at free of cost between 12-04-2021 to 03-05-2021.
NOTE:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R&B)
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-254/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/DWS/DMN/2021-22
The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD **having experience in similar nature of work, up to 3.00 P.M. on 10/05/2021** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 27/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 25,75,898.00	Rs. 25,759.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 28/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 36,06,246.00	Rs. 36,062.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 29/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 41,21,425.00	Rs. 41,214.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 30/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 64,02,255.00	Rs. 64,023.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 31/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 56,02,017.00	Rs. 56,020.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 32/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 48,01,763.00	Rs. 48,018.00	120 days	Appropriate Class

☞ **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding :** 10/05/2021 up to 15.00 Hrs
☞ **Date and Time for Opening of BID :** 10/05/2021 at 16.00 Hrs
☞ Document Downloading and Bidding at Application : ***https://tripuratenders.gov.in***
☞ Bid Fee **Rs. 2,500.00 for SL No. — 4 & 5 and Rs. 1,000.00 for SL No. —1, 2, 3 & 6 (non refundable).**
All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer,
Jirania Division, PWD(R&B),
Jirania, West Tripura.

ICA-C-241/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/JRN/2021-2022 Dt. 26-04-2021
The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	" Demolishing of damaged existing RCC Box culvert (including aprons) over ghuramara chhera on Ranirbazar to Durganager road including dismantling materials.(2nd Call). DNIe-T NO: 02/R/ DNIe-T / EE-JRN / 2021-22.	Rs. 6,61,435.00	Rs. 6,614.00	2(Two) months	Up to15.00 Hrs on 11-05-2021	At 15.30 Hrs on 11-05-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

☞ Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f **26-04-2021 to 11-05-2021** last date of downloading and submission of bid is **11-05-2021 upto 15.00 pm**
☞ Bid Fee: Rs 1000.00(One thousand) only each,(non refundable)
☞ All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
☞ Submission of Tenders physically is not permitted.

Executive Engineer,
Jirania Division, PWD(R&B),
Jirania, West Tripura.

ICA-C-241/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/DWS/DMN/2021-22
The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 1010512021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 28/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,35,72,685.00	Rs. 1,35,727.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 29/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,35,72,685.00	Rs. 1,35,727.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 30/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,35,72,685.00	Rs. 1,35,727.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 31/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 1,35,72,685.00	Rs. 1,35,727.00	120 days	Appropriate Class

☞ **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding :** 10/05/2021 up to 15.00 Hrs
☞ **Date and Time for Opening of BID :** 10/05/2021 at 16.00 Hrs
☞ Document Downloading and Bidding at Application : ***https://tripuratenders.gov.in***
☞ Bid Fee Rs**. 2,500.00 each (non refundable).**
All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer,
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-261/2021-22

আগরতলায় মাস্ক না পরার অপরাধে বহু মানুষকে জরিমানা করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ৩.৯২-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৩,৬৮৯ জনের

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় দেশে কিছুটা কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে ভারতে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস কেড়ে নিল আরও ৩,৬৮৯ জনের প্রাণ। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৯২,৪৮৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৬৮৯ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩৩.৪৯-লক্ষের (১৭.১৩ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, শনিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০৭ হাজার ৮৬৫ জন। ফলে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৫৯,৯২, ২৭১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮১.৭৭ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৯২,৪৮৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৯৫,৫৭,৪৫৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩, ৬৮৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,১৫,৫৪২ জন (১.১০ শতাংশ)। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৬ হাজার ০৩১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৮,২৬,২১৯ জনকে।

চোরের শাস্তির দাবীতে শান্তির বাজার থানার দারস্থ হতাশ মাতা পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ মে।। চোরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে শান্তির বাজার থানার দারস্ত হলো চোরের মাতা পিতা ও এলাকাবাসী। আজ সকালবেলা শান্তির বাজার থানায় এক বেতিক্রমী চিত্র লক্ষ্যকরাগেলো। ছেলে চুরি করতেগিয়ে ধরা পরলো এই নিয়ে নিজের ছেলেকে জেলে প্রেরন করারজন্য গ্রামবাসীর সাথে থানায় আসলো চোরের মাতা ও পিতা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বগাফা এলাকায় গতকাল রাতে এলাকার বাসিন্দা কমলজয় রিয়াং এর ছেলে বিশ্বজিৎ রিয়াং (২১) চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরাপরে। জানাযায় বিশ্বজিৎ রিয়াং প্রতিনিয়ত চুরি করেথাকে। এলাকাবাসী বিশ্বজিৎ রিয়াংকে আটক করে শান্তির বাজার থানার পুলিশের হাতে তুলেদেয়। অবশেষে আজ সকালবেলা বিশ্বজিৎ রিয়াং এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শান্তির বাজার থানায় ছুটে যায় এলাকাবাসী, এলাকার জন প্রতিনিধি, বিশ্বজিৎ রিয়াং এর মাতা পিতা। এই চুরির ঘটনার বিবরন দিতেগিয়ে বিশ্বজিৎ রিয়াং এর মাতা পিতা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান উনার ছেলে এইভাবে প্রতিনিয়ত চুরি করেথাকে। উনাদের ছেলেকে চুরির জন্য লোকজন অনেকবার থানার কর্তাবাবুদের হাতে তুলেদিলেও থানাবাবুরা বিশ্বজিৎ রিয়াং কে ছেরে দেয়। অবশেষে গতকাল রাতে উনাদের ছেলেকে আটক করার খবরপেয়ে উনারা ছেলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও জেলে প্রেরন করারজন্য শান্তির বাজার থানার দারস্তহন। অপরদিকে এই চুরির বিষয়ে এলাকাবাসী জানান বিশ্বজিৎ রিয়াং এর চুরির কান্ডেরফলে অতিষ্ট এলাকাবাসী। সকলে চাইছে এই চুরির বিষয়ে ও চোরকে শাস্তি প্রদানে আরক্ষাপ্রসাশন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করুক।

"ভোটকুশলী হিসেবে আর কাজ করব না" : প্রশান্ত কিশোর

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) :টুইটে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ক'মাস আগেই জানিয়েছেন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে দুই অঙ্কের অর্থাৎ ৯৯-এর বেশি আসন পাবে না। পেলে তিনি এই পেশা ছেড়ে দেবেন। তাঁর অনুমান মিলল। তা সত্ত্বেও রবিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, ভোটকুশলী হিসেবে আর কাজ করবেন না।

বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের দিনেই এক সাক্ষাৎকারে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। এদিন প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, "আমি ভোটকুশলী হিসেবে আর কাজ করব না। কিছুদিন কাজের বাইরে থাকব। জীবনে অন্য কিছু করতে চাই।" একটি সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন প্রশান্ত কিশোর।

গত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে পিকে-র একটি অডিও টেপ ফাঁস নিয়ে প্রবল হইচই হয়। বিজেপি দাবি করে, পিকে ওই টেপে স্বীকার করেছেন বিজেপি জিতবে। ১০ এপ্রিল প্রশান্তবাবু টুইটে লেখেন, আমি আনন্দিত যে বিজেপি আমার আড্ডার কথাকে তাদের নিজস্ব নেতার কথার চেয়ে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে! তাদের সাহস দেখাতে হবে এবং এর অংশগুলির নির্বাচনী ব্যবহারে উত্তেজিত না হয়ে পুরো চ্যাটটি দাখিল করা উচিত। আমি এটি বলেছি এবং পুনরাবৃত্তি করছি - বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ভোটে ১০০ অতিক্রম করবে না।"

তবে ভোটকুশলী হিসেবে আর কাজ না করলেও রাজনীতিতে যোগ দেবেন কিনা সেবিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি প্রশান্ত কিশোর। বলেছেন, দেখা যাক, কী করা যায়। তবে রাজনীতিক হিসেবে আমি ব্যর্থ।

ভারতকে সাহায্য উজবেকিস্তান ও ফ্রান্সের রেমডেসিভির পাঠালো বেলজিয়াম

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): কোভিডে জর্জরিত ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এবার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে, ভারতকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল উজবেকিস্তান, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স। রবিবার এই তিনটি দেশ থেকে ভারতে এসেছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম। এদিন ভোররাতেই উজবেকিস্তান থেকে একটি বিমান এসে পৌঁছয় দিল্লি বিমানবন্দরে। করোনার সঙ্গে লড়তে ১০০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর এবং অন্যান্য মেডিক্যাল সরঞ্জাম নিয়ে ভারতে এসেছে ওই বিমান।

বেলজিয়াম থেকে ভারতে এসেছে ৯০০ শিশি রেমডেসিভির। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, 'আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্টনার বেলজিয়াম থেকে রেমডেসিভিরের ৯০০ শিশিকে স্বাগত।' এছাড়াও এদিন সকালে ফ্রান্স থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে অতি প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল সরঞ্জাম।

ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ২,২৭৮ ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৬০,০১৩

রিও ডি জেনেইরো, ২ মে (হি.স.): কোভিডের প্রকোপে ক্রমেই বেসামাল হয়ে পড়ছে ব্রাজিল। ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২ হাজার ২৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬০,০১৩ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ০৬ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ২৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ০৬ হাজার ৫৬৫-তে পৌঁছেছে।

শনিবার সারাদিনে করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা আরও বেড়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ১ মে সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬০,০১৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৪,৭২৫,৯৭৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৩,২৪২,৬৬৫ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৭৬,৭৪৫ জন।

দৈনিক সংক্রমণ ক্রমেই নিম্নমুখী আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৬৬১ জনের

ওয়াশিংটন, ২ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৬৬১ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। মার্কিন মুলুকে ক্রমেই কমছে করোনার সংক্রমণও। আমেরিকায় শনিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,০৩৪ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৬১ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩৩,১৪৬,০০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬৬১ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৭০৪ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ০৩৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৬১ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩, ১৪৬,০০৮-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫, ৭৭৭,৯২৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৭৭ জন।

জিবিতে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে আবারো বিনা চিকিৎসায় ও ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকে কেন্দ্র করে লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয় হাসপাতালে।রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু জিবি হাসপাতাল এর একান্ত চিকিৎসক ও নার্সদের বদান্যতায় হাসপাতালে সুনাম বিনষ্ট হচ্ছে।

পরিষেবার গাফিলতি এবং ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু অভিযোগ উঠেছে। রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিবি হাসপাতালে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযোগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে গতকাল রাত থেকেই পরিষেবা দিচ্ছিল না দায়িত্বপ্রাপ্ত র্নাস ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ফলে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শনিবার সকালে রোগীকে সোনোগ্রাফি করানোর জন্য বলা হয়। ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের টাকা জমা দিয়ে সোনোগ্রাফি করাতে গেলে সেখানে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নাকি তাকে সময়মতো সোনোগ্রাফি করেননি। যারা পড়ে এসেছে তারা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের ঘনিষ্ট হওয়ায় তাকে আগে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

জিবি হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রকাশ করেছে রোগীর পরিবার এর লোকজনরা। রোগী মৃত্যুর জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়ী করেছে তারা। রোগীর মৃত্যুর পর হাসপাতালে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় রোগীর আত্মীয় পরিজনরা।পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। অক্সিজেন, প্রতিষেধক, ওষুধ, হাসপাতালের পরিকাঠামো ইত্যাদি নিয়ে বিশদে আলোচনা হয় বৈঠকে।

দেশের পরিস্থিতি রীতিমতো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই হাহাকারের ছবি উঠে আসছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লির।

দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকজন চিকিৎসকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার দিল্লির বাত্রা হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে এক চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে দিল্লির এক বেসকারি হাসপাতালে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে এক চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গোটা দেশ কার্যত বিপর্যস্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতালের বেড এমনকী অক্সিজেনের জন্য হাহাকার চলছে। শুধু তাই নয় ভারত বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বেশি টিকা উৎপাদন করে। কিন্তু সেখানে ভারতেই টিকার জন্য লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে, তাও টিকা পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল অর্থাৎ ১৮ থেকে ৪৪ বছরের সবার জন্য দেশে টিকাকরণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যগুলির হাতে পর্যাপ্ত টিকা না থাকায় তা শুরুই করা যায়নি। বেশির ভাগ রাজ্যই আগে জানিয়ে দিয়েছিল, যাদের দ্বিতীয় ডোজ প্রয়োজন তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে এই বিষয়গুলিও উঠে এসেছে।

এমতাবস্থায় কী কী কৌশল নিয়ে এগোলে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলতে পারে, তা পর্যাচলোচনা করতেই আজ সকালে জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতে ২৯.০১-কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৮১.৭৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): ভারতে ২৯.০১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ মে সারা দিনে ভারতে ১৮,০৪, ৯৫৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৯,০১,৪২,৩৩৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,০৪,৯৫৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯২, ৪৮৮ জন।

ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধির সংখ্যা ৮০,৯৩৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,০৭, ৮৬৫ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২, ১৫,৫৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৬৮৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৫৯,৯২,২৭১ জন (৮১.৭৭ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৮০,৯৩৪ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩৩,৪৯,৬৪৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৭.১৩ শতাংশ)।

কোভিড বিধির তোয়াক্কা না করে উৎসব কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : দেশজুড়ে হুহু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই পরিস্থিতিতেই রবিবার চলছে ভোটগণনা। নির্বাচন কমিশন আগেই ২ মে ফল ঘোষণার পরে বিজয় মিছিলে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সকাল থেকে যতই এগিয়েছে গণনা, এগিয়ে থাকা দলের সদস্যদের জমায়েত ঘিরে গড়িয়েছে বিতর্ক। কোভিড বিধির তোয়াক্কা না করে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে দেখা দিয়েছে বিজয়ী দলের সমর্থকদের। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এদিন গণনা চলছে অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিতে। নির্বাচন কমিশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে ওই চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিবদের।

আজ কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক ছিল কমিশন। সেক্ষেত্রে করোনা আবহেও বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলি যে জয়ের উল্লাসে হাজার হাজার সমর্থকদের নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়বে সেই আশঙ্কা ছিল। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল কমিশন। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২ মে ভোটগণনার সময় ও পরে কোনও বিজয় মিছিল করা যাবে না।প্র

প্রসঙ্গত, করোনা আবহে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় বিধানসভা ভোট নিয়ে গোড়া থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়েছিল কমিশন। আগামী ২৯ এপ্রিল বাংলায় অষ্টম অর্থাৎ শেষ দফার ভোট। কিন্তু সংক্রমণের গ্রাফ বিপজ্জনকভাবে ঊর্ধমুখী হওয়ায় প্রার্থীদের প্রচারে কাটছাঁট করেছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, করোনাকালে দেশে ভোটগ্রহণ চলছে। আর সেই সময়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সোমবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মাদ্রাজ হাই কোর্ট। কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, মহামারীর দিকে নজর রেখে যথাযথ পদক্ষেপ না করলে গণনা বন্ধ করতে বাধ্য হবে আদালত। এছাড়া, কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি। ফলে রীতিমতো চাপ বেড়েছে কমিশনের উপর।

বিদ্যুৎ দপ্তরে গাফিলতিতে অকালে ঝড়ে গেল একটি প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ মে।। বিদ্যুৎ দপ্তরে গাফিলতির কারণে অকালে ঝড়ে গেল একটি প্রাণ। ঘটনা ঘটেছে বক্সনগরের মানিক নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। শনিবার সাতসকালে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৩৫ বছরের এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম ছ। স্বামীর নাম মাহাবুল ইসলাম। পেশায় কৃষক। কৃষি কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। জানা যায় ধাম কেটে মাঠ থেকে বাড়িতে তোলার কাজ চলছিল। জানা গেছে,কৃষি জমির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহি তার বয়ে গেছে। বিদ্যুৎ পরিবাহি তার ঝুলে রয়েছে। এলাকার মানুষজন এবং কৃষকরা চলাফেরা করতে পারছেন না। ঝুলে পড়ে থাকা তার সরিয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে খবর দেওয়া হয়। লিখিতভাবেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ নিগম তারগুলি সেখান থেকে সরিয়ে নেয় নি ,কিংবা তার গুলো উপরে উঠানোর কোন ব্যবস্থা করেনি। বিপদজনক অবস্থায় ঝুলে থাকা তার বিপদ ডেকে এনেছে। শনিবার কৃষি জমিতে ধান মাড়াইয়ের কাজ চলছিল।মমতাজ বেগম কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মহিলা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পাঠানো হয় থানা এবং বিদ্যুত নিগমের অফিসে। পুলিশ এবং বিদ্যুৎ নিগমের করবিনা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তখন তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। মহিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন এলাকাবাসী। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের কাশির কারণ এই মহিলা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন বলে অভিযোগ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মহিলার মৃত্যুর জন্য বিদ্যুত নিগমকে দায়ী করে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকাল ছয় ঘটিকার সময় মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের নয়নজলা এলাকার মৃত মাহাবুল ইসলামের স্ত্রী মমতাজ বেগম(৩৫)তার পরিবারের সাথে বাড়ির পাশাপাশি রুকিয়া সংলগ্ন এলাকায় ধান ঝারাই করতে যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।